গৌরী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

একটাকা

চতুর্থ সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

এক আশ্বিনের প্রথম দিনে তুই যখন এলি, তখন আকাশ শরতের নির্ম্মল আলোয় হাস্‌ছিল; বাতাস শেফালির কোমল গন্ধ বহন করে আন্‌ছিল; আর চারিদিক্‌কার প্রকৃতির বুকের উপর শারদ-লক্ষ্মীর চরণ-পদ্মের ছাপ লেগে শুভ সূচিত হচ্ছিল! তার পরই কার্ত্তিকের এক ঝড়বাদলের রেতে তুই চলে গেলি, গৌরী!

বিচিত্র দুনিয়ার সবাই আজ তোকে ভুলে গেছে; কিন্তু তোর সেই যাওয়ার সময়কার অস্ফুট কাকুতি, আর তোর বেদনায় ম্লান দুই চোখের অসহায় কাতর দৃষ্টিটুকু, আমি যে এতদিনেও কোনও মতেই ভুল্‌তে পার্‌লাম না।

সে কি, ওরে, মানুষ কত বড় অসহায়, আর কত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ তা'র শক্তি, এই সব চেয়ে বড় সত্য কথাটা জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলি বলেই?

সেনহাটী

"মনোমোহন পাঠাগার"

৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল

গৌরী

১

"বৌদি' ঘরে আছ ?"—শিশির বারান্দায় উঠিতে উঠিতে ডাকিল।

"কে, শিশির আমাকে ডাক্‌ছ ?"—একটি হাস্যপ্রফুল্লমুখী নারী দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া কহিল।

"দাদার চিঠি এসেছে,—দেখ ত, আমার কথা কি লিখেছেন"—

স্বামীর চিঠি আসিয়াছে শুনিয়া, গৌরীর বুকের মধ্যে যে শোণিত-প্রবাহটা এতক্ষণ শান্তভাবেই প্রবাহিত হইতেছিল, সেই শোণিত-প্রবাহটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা ক্ষণিক দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস সুগৌর মুখখানিকে একটু রঞ্জিত করিয়া দিয়া গেল। চক্ষু দুইটি একটু নত হইয়া আসিল।

শিশির তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। সে দ্রুত চঞ্চল-কণ্ঠে কহিল, "বাহা—রে!—চিঠি পড় শীগ্‌গির, হাতে করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত আমার কাজ হবে না!"—

ইতিমধ্যে গৌরীর বুকের দ্রুত স্পন্দনটা কিছু শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। সে তাহার দেবরটির অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা' তোমার এত গরজ যদি, চিঠি খুলে এতক্ষণ পড়্‌লেই ত পার্‌তে!"—

শিশির হাসিয়া উঠিল, কহিল, "আমি নাকি পরের চিঠি খুলে পড়্‌ব!—বৌদি' বলে কি?"—

"আমি কি তবে তোমার 'পর' হ'লাম শিশির?"—গৌরী তাহার স্বরটা একটু গাঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু শিশিরের মুখের বিস্মিত ভাব ও তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটা দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল!

শিশির কহিল,—"বাঃ,—আমি বুঝি তাই বল্‌লাম!—তুমি পর হতে গেলে কেন? আমি বল্‌ছিলাম কি,"—

"—কি তুমি বল্‌ছিলে?"

"যাও, তুমি হাস্‌ছ, কারু চিঠিই দেখ্‌তে নেই,—এই অন্যের চিঠি"—

"তা, 'অন্য'ত 'পর'—নয় কি?"—

গৌরী

—"কি মুস্কিল, কারু চিঠি আর কারুর দেখ্‌তে নেই,—বিশেষ খামের চিঠি !"—

বৌ-দিদি যে 'পর' কথাটাকে অমন শক্ত করিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে শিশির ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

"তা' আমি বল্‌লে তো আর বাধা নেই, তুমি খুলে পড় !"—

শিশির বিপদে পড়িল। বৌদি নিশ্চিন্তভাবে তাহাকে চিঠি খুলিয়া দেখিতে বলিল, সে তাহা পারিল না। তখন সে মিনতির স্বরে কহিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি বৌদি, দাদা আমার কথা কি লিখেছেন, তুমি চিঠি পড়ে বল !"

একটু হাসিয়া গৌরী চিঠি খুলিয়া পড়িল, তারপর শিশিরের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "এইবার পড়ে দেখ, তোমার কথা কাজে লাগ্‌ল না, আমি তা' আগেই বলেছিলাম !"

শিশিরের প্রকাণ্ড চক্ষু দুইটা ভরিয়া জল আসিতেছিল, সে অভিমানের স্বরে কহিল,—"তবে ছাই ও চিঠি আমি পড়্‌ব না !—আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, এর মধ্যে তুমি এক চাল দিয়েছ, বৌদি,'—তুমি আমার পক্ষ হ'লে দাদা অমত কর্‌তেন না"—

গৌরী

"হাঁ, তা' ত বল্‌বেই এখন, আমি 'পর' কি না,—তোমার দাদাটি ভাল, আর দোষ হ'ল যত আমার! তা' তুমি চিঠিখানি একবারটি পড়েই দেখ না শিশির, তার পর আমার দোষ দিও!"—গৌরীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা মুখখানিকে ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল!

তখন শিশির চিঠি তুলিয়া লইয়া পড়িল; পড়া শেষ হইলে চিঠিখানি গৌরীর সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—"ইঃ—ভারি কি না লিখেছেন! আমি ছোট বলে কেউ আমার কথা গ্রাহ্যিই করে না! তুমি দাদার পক্ষে—তুমি দাদার পক্ষে! তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি! চল্‌লাম আমি দক্ষিণ-পাড়ায়, সেখানে আজ আমাদের 'ক্লাব্' আছে! দুপুর ঘুরে না গেলে আর আস্‌ছি নে, থেকো ভাত নিয়ে বসে, দাদার পক্ষে যাওয়ার মজাটা টের পাবে এখন!"

শিশিরের আহার না হওয়া পর্য্যন্ত গৌরী যে উপবাসী থাকিবে, তাহা শিশির বিলক্ষণ জানিত। একটু ছোট থাকিতে দুরন্ত শিশির গৌরীকে এমনি করিয়া মধ্যে মধ্যে ভয় দেখাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত; তারপর বৌদিদির কষ্ট হইবে ভাবিয়া ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আহার করিত এবং একটা নূতন আব্‌দার ধরিয়া গৌরীকে ব্যতিব্যস্ত

করিয়া তুলিত ! কিন্তু ইদানীং একটু বড় হইয়া এমনটা আর বহুদিন করে নাই।

আজ নাকি শিশির বড় রাগিয়া গিয়াছিল, তাই বৌদিদিকে ছেলেবেলার মতই জব্দ করিবে বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য দ্রুতপদে উঠানে নামিয়া আসিল।

গৌরী হাসিতে হাসিতে ডাকিয়া কহিল, "ওরে পাগ্‌লা—ও শিশির। ওরে আমার মাথা খা'স্ যা'স্‌নে। এতটা বেলা হয়েছে, একটু কিছু খেয়ে যা' !"—

বৌদিদির কথা শুনিয়া শিশির ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "তোমার অত বড় মাথাটা নাকি আমি খেতে পারি ? তা' ভাত আমি সেই দুপুরের পর ছাড়া খাচ্চিনে,—বুঝ্‌বেই এখন মজাটা কেমন।"—

"তা', ভাত না খাস্, যা' এখন দি' তা ত খেয়ে যা' !"—

গৌরী ঘরে যাইয়া একটা পাথুরে বাটিতে করিয়া কিছু মুড়ি, খানিকটা ঘরে-পাতা দধি ও কয়েকটা কলা লইয়া আসিল ! বারান্দায় একখানা ছোট আসন পাতিল, তারপর স্নেহতরলকণ্ঠে ডাকিল, "লক্ষ্মী দাদা আমার, কিছু খেয়ে যাও, নইলে আমার মনটা অস্থির থাক্‌বে এখন, কোনও কাজই কর্‌তে পার্‌ব না !"—

বারান্দায় উঠিতে উঠিতে শিশির তাহার ক্ষুদ্র অধর

উল্‌টাইয়া কহিল,—"ইঃ, ভারি লক্ষ্মী কি না!—মেয়েগুলোই লক্ষ্মী হয়,—ছেলেদের লক্ষ্মী হওয়ার জন্য ভারি দায় পড়ে গেছে!"—

মুহূর্ত্তমধ্যে আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া শিশির আহারে মনোযোগ দিল। গৌরী সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুরন্ত দেবরটির খাওয়া স্নেহাশ্রু-সজল-চক্ষে দেখিতে লাগিল।

খাইতে খাইতে শিশির কহিল, "বেশ দৈ, বৌদি', আর আছে?"

গৌরী হাসিয়া কহিল,—"আছে,—দেব?"—

—"দেবে না ত কি তোমার জন্যে রাখ্‌বে?"—

গৌরী দধির পাত্রটা ধরিয়াই লইয়া আসিল; শিশির চাহিয়া দেখিল, বেশী নাই! এক চামচ দিতেই শিশির তাহা হাত পাতিয়া লইল, একটু মুখে দিয়াই কহিল, "ইস্‌, এগুলি টকে গেছে,—আমি আর নেব না!"—

দেবরটির ভাব দেখিয়া গৌরী হাসিতে হাসিতে কহিল, "এরি মধ্যে ট'কে গেল, শিশির? আর একটু দি!'—এই কত রয়েছে!"

"রয়েছে ত রয়েছে;—আমি আর নেব না!"

সন্তানহীনা গৌরী তাহার দুরন্ত দেবরটির উপরেই তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহধারা বর্ষণ করিয়াছিল! তাহার

আব্দার প্রতিপালন করিয়া, তাহার দুরন্তপণা সহ্য করিয়া গৌরী পবম তৃপ্তিলাভ করিত।

যেদিন শিশির কোনও আব্দার না করিত, সে দিনটা গৌরীর কাছে ব্যর্থ মনে হইত! যেদিন শিশির শান্তশিষ্টভাবে দিনটা কাটাইয়া দিত, সেদিন গৌরীর বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা মৃদু বেদনা, একটু অস্বস্তি জাগিয়া উঠিত!

শিশির যখন এতটুকু ছোটটি ছিল, তাহার তখনকার আবদারের, দুরন্তপণার ইতিহাসটি স্মবণ করিযা, আলোচনা করিযা, গৌরীর হৃদয পুলকে চঞ্চল হইযা উঠিত, চোখের কোণে স্নেহাশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইত!

কিন্তু শিশিব যে এখন বড় হইযা উঠিতেছে! আর ত সে ছেলেবেলাব মত আবদাব করিযা, সময়ে অসমযে দুরন্তপণা কবিযা ব্যতিব্যস্ত কবিযা তুলে না!

তাই, কতদিন পবে শিশিবেব আজকাব এই অভিমানটুকু, আবদারটুকু, গৌরীব বড় ভাল লাগিতেছিল। তাহাব বুকের মধ্যে একটা বিপুল স্নেহোচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিযা তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদযখানিকে আচ্ছন্ন কবিযা দিতেছিল।

তাহাব অধবপ্রান্তে মৃদু হাসির বেখা, নয়ন-কোণে স্নেহাশ্রুবিন্দু জাগিযা উঠিযাছিল।

গৌরী একদৃষ্টিতে ঐ দুরন্ত ছেলেটির সুগৌর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার খাওয়া দেখিতেছিল। আহার শেষ করিয়া, জলের গেলাস মুখের কাছে তুলিযা ধরিয়া শিশির গৌরীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তাহার চোখের কোণে অশ্রু; গেলাস নামাইযা ক্ষুব্ধস্বরে শিশির কহিল, "বৌদি,' তোমার চোখে জল কেন ?"

গৌরী হাসিযা কহিল, "তুই দৈ খেলি না কেন ?"

শিশির বিস্মিতভাবে কহিল, "বাঃ, এই যে কতটা খেলাম ? আচ্ছা, যেটুকু আছে, তোমার সঙ্গে বসে ভাত দিযে খাব এখন," ——

গৌরী হাসিয়া উঠিল

শিশিরও অপ্রতিভভাবে একটু হাসিল। হাত মুখ ধুইযা শিশির কহিল, "বৌদি,' দা'খানা দাও ত!"

"কেন রে, দা' দিযে কি হবে ?"

—"পাতা কাট্‌ব !"—

গৌরী হাসিয়া কহিল,"বৌ আন নাই, ভাত খাবে কে ?"—

"বৌকে পাতা কেটে আমি ভাত খাওয়াব না,— সে পার ত তুমিই খাইও !—না, সত্যি, দা'খানা দাও, তোমার কুমড়া গাছটার মাচা করে দেব ?"

—"কেন, ক্লাবে যাবি না ?"

সপ্রতিভ শিশির উত্তর দিল, "সে যেতে হয় বিকাল-বেলা দেখা যাবে !"—

'ক্লাবে' যাইতে হইবে, এবং দুপুর কাটিয়া গেলে বাড়ী আসিয়া বৌদিদিকে দাদার পক্ষালম্বনের জন্য জব্দ করিতে হইবে, সে কথা শিশির একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

গৌরী ঘরের ভিতর হইতে দা' আনিয়া দিলে, সেই বলিষ্ঠ বালক, বৌদিদির কুমড়াগাছে মাচা করিয়া দিবার জন্য একটা আস্ত বাঁশ টানিয়া আনিয়া খণ্ড করিতে লাগিয়া গেল !

গৌরী ডাকিয়া কহিল, "ওরে হাতে চোট্ লাগে না যেন,—"

ওষ্ঠ উল্‌টাইয়া শিশির কহিল, "ইঃ, চোট্ লাগে আর কি ! তুমি যাও তোমার কাজে ! নারকেলের বড়ি ভেজ কিন্তু—বুঝ্‌লে ?"

গৌরী চলিয়া গেল।

২

শিশিরের যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন তাহার মাতা-ঠাকুরাণী স্বর্গগত হযেন। গৌরীর বয়স তখন পনেব বৎসর। তার চারি বৎসর পূর্ব্বে সে প্রথম এই সংসারে প্রবেশ করে। শিশিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শচীনের সঙ্গে গৌরীর বিবাহেব কিছু-দিন পরেই, পিতার কাল হওয়াতে, সংসার-প্রতিপালনের ভাব শচীনের উপরেই পড়ে! সুতবাং তাহাকে কলেজ ছাড়িযা চাকুরীর চেষ্টা করিতে হয়। পঠদ্দশায় শচীনের হৃদযে কতকগুলি উচ্চ আশা ছিল, পিতৃবিযোগের পর সে গুলি ছিপিখোলা শিশিস্থ কর্পূরের মতই উড়িয়া গেল।

কলেজেব অধ্যক্ষ তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; তাঁহাবই সুপারিশে কলিকাতার এক সদাগরী আফিসে চল্লিশ টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি জুটিল; কযেক বৎসবে বেতন কিছু কিছু বাড়িয়া ৫৫৲ টাকায দাঁড়াইয়াছিল। সংসারের অবস্থা কোনও দিনই তেমন স্বচ্ছল ছিল না; পিতামাতার শ্রাদ্ধাদিতে কিছু ধারকর্জ্জ, দোকানদেনাও হইয়াছিল। এই সামান্য আয় হইতেই সমস্ত শোধ হওয়া দরকার। সুতরাং কলিকাতায়

মেস-খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, শচীন প্রাণান্তেও তাহা হইতে একটি পয়সাও অন্য কোনও ব্যয় করিতে চাহিত না। বাড়ীতে সংসার-খরচের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট টাকা কয়েকটি পাঠাইত, গৌরী পাকাগৃহিণীর মতই তাহা দ্বারা সংসারটি বেশ গুছাইয়া চালাইযা লইত।

বাড়ীর চারিধারের জমিটুকু, কিছু টাকা খরচের উপর হইতে বাঁচাইয়া, গৌরী বেশ করিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিল। ক্ষুদ্র সংসারটির উপযুক্ত নানা প্রকার তরকারী শাকশব্জি গৌরীর যত্নে সেখানেই জন্মিত। বাড়ীখানির কোথায়ও বাজে জঙ্গল ছিল না; ঘর-দুয়ারগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজান গুছান! কোথাযও এতটুকু ত্রুটি লক্ষিত হইত না। কাহার নিপুণ হস্ত বাড়ীখানিকে সুন্দর করিয়া রাখিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত!

কমলা কখন স্বযং আসিয়া, বাড়ীখানির উপর তাঁহারই চরণস্পর্শ দিয়া গৌরীকে ছুঁইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারই মায়া স্পর্শ পাইযা, সমস্ত বাড়ীখানি গৌরীকে কেন্দ্র করিয়া, কমলার পাদপীঠ শতদলটির মতই অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল!

সংসারে এক বৃদ্ধা পিসি ছিলেন, তিনি ভ্রাতার ও ভ্রাতৃ-

বধূর মৃত্যুর পর তাঁহার হরিনামের মালাটিই সম্বল করিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ীর পাশে একটি অনাথা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ছিল, তাহাকে খাইতে দিবার কেহ না থাকাতে গৌরী তাহাকে সংসারভুক্তা করিয়া লইয়াছিল। সে সংসারের অনেক কার্য্যে গৌরীর সহায়তা করিত। এই দুইটি বৃদ্ধা এবং গৌরী ও শিশিরকে লইয়া এই ক্ষুদ্র সংসারটি রচিত হইয়াছিল। শিশিরের একটি ভগিনী ছিল, তাহার নাম 'শ্রী'। পিতামাতা জীবিত থাকিতেই শ্রীর বড-ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। শ্রী বৎসরের মধ্যে দুই একবার পিত্রালয়ে আসিত, কোনও বৎসর আসিতও না।

শচীনের পিতামাতার মৃত্যুর পর নয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শিশির এখন চৌদ্দ বৎসরের গৌরদেহ বলিষ্ঠ কিশোর, তাহার বাল্যের চঞ্চলতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু গৌরীর কাছে তাহার শিশুটির মতই আবদার, দুরন্তপণা এখনও দূর হয় নাই। পনের বৎসরের বালিকা যেদিন পাঁচ বৎসরের মাতৃহীন শিশুর লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই সে তাহার বিপুল স্নেহপূর্ণ হৃদয়খানি সেই অবোধ শিশুটির দিকেই একান্তভাবে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয় যতই উন্মুখ, আকুল হইয়া উঠিতেছিল,—ততই সে এই মাতৃহীন দুরন্ত

বালকটিকেই বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সন্তানহীনতার দুঃখ ও দৈন্য ভুলিতে চাহিতেছিল!

শিশির যখন তাহার সমস্ত স্নেহমমতা-টুকুই একেবারে নিঃশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইল, তখন গৌরীর হৃদয়ে আর কোনও ক্ষোভই রহিল না, সে সত্যই দেখিল পরম তৃপ্তিতে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গ্রামে একটি ভাল ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল; শিশির সেই বিদ্যালয়েই পড়িত। ভাল ছেলে বলিয়া স্কুলে তাহার নাম ছিল, শিক্ষকেরা তাহার অনেক ভরসা রাখিতেন। সুতরাং শিশির যখন চৌদ্দবৎসর বয়সেই প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল, তখন কেহই তেমন বিস্মিত হন নাই!

বৃত্তি পাওয়ার খবর আসিতেই শিশির এক প্রস্তাব করিয়া বসিল। কলেজে পড়িবার জন্য যখন তাহাকে কলিকাতা যাইতেই হইবে,—তখন মেসে না থাকিয়া, ছোট একটা বাসা যদি করা যায়, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া দাদার সঙ্গে একত্রে থাকার সুবিধা হয়। তাহার বৃত্তির টাকা ও দাদার বেতন বৌদিদির হাতে দিলে তিনি যে স্বচ্ছন্দে কলিকাতার বাসাখরচ চালাইয়া লইতে পারিবেন, এবিষয়ে শিশিরের বিন্দুমাত্র সন্দেহ

ছিল না! বৌদিদিকে ছাড়িয়া সে যে কলিকাতার মেসে পড়িয়া থাকিতে পারিবে না, ইহাও সে তাহার বৌদিদির কাছে দৃঢ়কণ্ঠে বারংবার ঘোষণা করিতেও ছাড়িল না! প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমে গৌরীরও খুব ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু কথাটাকে যতই সে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, শিশিরের এই সঙ্কল্পটিকে কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে বহু বাধা রহিয়াছে!

শচীনের মাতা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে শচীন ও বধূকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "এ ভিটেয সন্ধ্যে জ্বালাব ভার তোমাদেব উপর! লক্ষ্মী মা, আমার শ্বশুরের ভিটে অন্ধকাব করে কোথায়ও যেও না।"—

মরণপথযাত্রিনীর এ আদেশ লঙ্ঘন কবা সম্ভব নহে; তারপর এই সাজান-গুছান বাড়ীখানি ছাড়িয়া কযেক বৎসরেব জন্যে বিদেশে গেলে এ বাড়ীর যে আব কিছুই থাকিবে না।

এই বাড়ীর সঙ্গে, ইহার প্রত্যেক গাছপালার সঙ্গে, কত সুখের, দুঃখের, বেদনার কাহিনী জড়িত রহিয়াছে! গৌরীব স্বহস্তে রোপিত গাছগুলির, লতাগুলির প্রত্যেকটিই যে তাহার সন্তান-তুল্য! তাহারা যে গৌরীর কাছে শুধু জড় বৃক্ষ-লতা-গুল্মই নহে; গৌরী যদি চলিয়া যায়, তুলসীমঞ্চে নিত্য সন্ধ্যায়

প্রদীপ জ্বলিবে না, গৃহদেবতার ভোগ হইবে না, সে নিজহস্তে পূজার ডালি গুছাইবে না, সাজাইবে না, পয়স্বিনী গাভীটি যে প্রতি সন্ধ্যায় দুয়ারে আসিয়া তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া সুস্পষ্টস্বরে "ও—মা—" বলিয়া ডাকে! যাহাকে সে নিজে খাবার না দিলে খায় না, তাহাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে? খাঁচার ময়নাটি 'মা' ডাকিতে শিখিয়াছে, গৌরী জল না দিলে, খাবার না দিলে, সে খায় না,—সেই প্রিয় পাখীটিকে কোন্ আকাশে উড়াইযা দিয়া যাইবে? বিড়ালটার ছানাগুলির কেবল চক্ষু ফুটিয়াছে,—গৌরী যদি চলিয়া যায়, বিড়ালী ছানাগুলিকে লইযা কাহার আশ্রয়ে যাইবে?

এত কথা ভাবিতে গৌরীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত! কিন্তু সকলের উপরে সে যে শিশিরের কাছে থাকিতে পারিবে, তাহাই মনে করিয়া সমস্ত বন্ধন, সমস্ত মায়া কাটাইযা উঠিবার জন্য একটা আগ্রহ তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবলভাবেই উন্মুখ হইয়া উঠিত!

কিন্তু যাঁহার মতের উপর সমস্ত নির্ভর করে, তিনি যে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবেন, তাহা গৌরীর একবারটিও মনে হইত না, সব বন্ধন কাটান সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু জননীর অন্তিমশয্যার আদেশ লঙ্ঘন করা,—না, তাহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না।

তবু শিশিরের পীড়াপীড়িতে গৌরী স্বামীকে সব কথা খুলিয়া লিখিল, গৌরী যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইল ; শচীন বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় যাওয়ার পক্ষপাতী নহে। বিশেষ জননী তাঁহার অন্তিমশয্যায় যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা অসাধ্য !

গৌরী শচীনের পত্র পড়িবার জন্য শিশিরকে দিল, শিশির তাহা একবারটি দেখিয়াই গৌরীর সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল !

শিশির দেখিল, তাহার কথা কোনও কাজেই লাগিল না ; তখন সে বড় গোল বাধাইল। গৌরীর উপর অভিমান করিয়া, গৌরীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, নূতন নূতন আব্দার ধরিয়া, গৌরীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

শিশির বাহিরে দিগ্বিজয়ী ; শিশির বিদ্যালয়ের আদর্শ ছাত্র ; গ্রামের ছেলেদের সম্ভ্রমের পাত্র। কিন্তু বাড়ীতে গৌরীর কাছে শিশির সেই পাঁচবৎসরের শিশুটির মতই অস্থির দুরন্ত।

সংসারে শুধু একটি মানুষই ছিল ;—সে ঐ গৌরী, যাহার কাছে আসিয়া, শিশির নগ্ন, সরল কোলের শিশুটির মতই ঝাঁপাইয়া পড়িত !

গৌরী কহিল, "তা তুই যখন এতটা বাড়াবাড়িই করছিস, তখন আমি না হয় আর একবার লিখে দি,"—

শিশির বামচক্ষুর প্রান্তটা একটু সঙ্কুচিত করিয়া দ্রুত, অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "হুঁ, তা' লিখ্‌বে বই কি! 'তুমি সাপ হয়ে কাট, আবার রোজা হয়ে ঝাড়!'—তুমি লেখ, আর দাদা ভাবুক, 'বুড়োছেলে বৌদিদিকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না!' ওগো, তা' আমি থাক্‌তে পার্‌ব,—পার্‌ব!—"

শিশিরের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, চক্ষু দুইটা জলে ভরিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া, আসন্ন ক্রন্দনের বেগটাকে রোধ করিতে চাহিল।

গৌরীর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; কয়েকদিন পরেই শিশির কলিকাতায় চলিয়া যাইবে বলিয়া গৌরীর মনটা ভার হইয়াই ছিল, আজ শিশিরের কথায় হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যের রুদ্ধ আবেগটা সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে কোনমতেই অশ্রু রোধ করিতে পারিল না। শিশিরকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কম্পিতকণ্ঠে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু নামিয়া আসিতেছিল

৩

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শিশির এম, এ, পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার অল্পদিন পরেই শিশির একটি সরকারী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী গ্রীষ্মাবকাশে শিশির বাড়ী আসিয়াছে।

মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়, গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিবা কাটিতে চাহে না। পল্লীর শ্যামল বনচ্ছায়ায় পাখীর গান বিরল হইয়াছে। গৃহের অলিন্দে কপোত-যুগলের মৃদুল কূজন, আম্রবৃক্ষের ঘন পল্লবান্তরাল হইতে ঘুঘুর উদাস স্বর, অন্তরমধ্যে একটা স্বপ্নালোক রচনা করিয়া তুলিতেছিল; কোথায় যেন একটি অতীত স্মৃতির পুলক-ব্যাকুল করুণ সুর বড় মৃদু মধুর বাজিতেছিল, সেই সুরটীকে যেন ধরা যাইতেছে না, বুঝা যাইতেছে না। তবু অন্তর একটা অনির্দ্দিষ্ট সুখের কুণ্ঠায় ও বেদনায় রহিয়া রহিয়া শিহরিতেছিল।

শিশির একটা টেবিলের কাছে বসিয়া বসিয়া একখানা

বাঙ্গালা বহির পাতা উল্‌টাইতেছিল ; কপোতের কূজন, ঘুঘুর উদাস স্বর, তাহারও অন্তরে একটা সাড়া দিতেছিল। বহির লেখায় মনঃসংযোগ হইতেছিল না। শিশির হঠাৎ বহি ফেলিয়া দিয়া, চেয়ার সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল, "বৌদি',"—

গৌরী সেই কক্ষের মধ্যেই একটু দূরে বসিয়া পান সাজিতেছিল। আহ্বান শুনিয়া সে তাহার শান্ত দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া শিশিরের দিকে চাহিল, "কি শিশির, ডাক্‌লে ?"—

"বৌদি', দাদা এলে কাল তুমি সব কথা গুছিয়ে বল্‌বে ত ?"—

গৌরী চক্ষু একটু নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তা' বল্‌ব, কিন্তু"—

—"কিন্তু কি, বৌদি ?"—

একটা বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া শিশিরের রাগ হইতেছিল ; রাগটা সে টেবিলের উপরকার বাঙ্গালা বহিখানির উপর ঝাড়িল ; বহিখানি তুলিয়া লইয়া, একটু জোরে আবার টেবিলের উপরেই ফেলিয়া দিল।

গৌরী হাসিল, কহিল, "তা' ও বইটার উপর রাগ কর্‌লে কি হবে ?—তুমি নিজে বল্‌তেও ত পার্‌বে,—এখন ত আর ছোটটি নও,"—

—"তা' হলে আর তোমার দোহাই দিচ্ছি কেন ?—তুমি পারবে কি না তাই স্পষ্ট করে বল,"—

শিশিরের অস্থিরতা দেখিয়া গৌরী ক্রমাগতই মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। গৌরীর হাসি দেখিয়া শিশির চটিয়া গেল।

—"যা' বল্‌ব তা' ত পারবেই না, পার শুধু হাস্‌তে !"—

গৌরী হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা শিশির, তুই কলেজে ছেলেদের পড়াস্ কেমন করে ?—তারা তোকে মানে ?"—

শিশির এবার হাসিয়া উঠিল। "কেন, তা' বল্‌ছ কেন, বৌদি' ?"—

"তুই এখনও যেন ছোটটিই আছিস্! তেম্‌নি অস্থির, তেম্‌নি চঞ্চল!—তাই আমার মনে হয়, ছেলেগুলো তা'দের এই ছোট্ট অধ্যাপকটিকে মানে কি না!"—

ছেলে-মহলে শিশিরের সম্ভ্রম কতটুকু, তাহা আর সে ভাঙাইয়া বলিল না! গৌরী তাহা যথেষ্টই জানিত! শিশির শুধু একটু হাসিল, তারপর দু' একবার গলাটা একটু ঝাড়িয়া লইয়া কহিল, "সে কথা যাক্, আমি যা' বলি শোন, তুমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলে স্বীকার করাও, তিনি যদি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সত্যি বাড়ী এসে না বসেন, আমি আমার কাজ ছেড়ে দেবই!"

গৌরী হাতের পান বাটার উপর রাখিতে রাখিতে কহিল, "তা' তুমিই সাম্না-সাম্নি মীমাংসাটা ক'রে ফেলনা কেন?— আমার দোহাই কেন?"—

—"সে আমার সাহসে কুলায় না, বৌদি'! দাদার সাম্নে বেশী জেদ্ করে কোনও কথা বলা আমার দ্বারা হবে না আমি বলে রাখ্ছি;—ও তোমাকেই বল্তে হবে, এবং ব্যবস্থা করে দিতে হবে;—নইলে আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী বসে থাক্ব, তা'তে তোমার এতটুকুও সন্দেহ করবার নেই কিন্তু!"—

"শোন একবার পাগল ছেলের কথা! সবাই চাকুরী ছেড়ে এসে বস্বি, সংসার চল্বে কি করে?"—

"তুমি ৪০৷৫০্ টাকা আয়ের দিনে যদি সংসার চালাতে পেরে থাক, দাদা চাক্রী ছাড়লেও আমি ২৫০্ টাকা পাব, তা'তেও তোমার সংসার চল্বে না?"—

"তবু শক্তি থাক্তে পুরুষ-মানুষ চাকুরী ছেড়ে এসে বাড়ী বসে থাক্বে, এটা, শিশির, তুমিই কি ভাল বলে মনে"—

—"করছি!—যে দুঃসহ পরিশ্রম করে দাদা সংসার রক্ষে করেছেন, তা' আমি ভুলিনি'! তাঁকে বিশ্রাম দিতেই হবে, এবং সেটা যে এখন থেকেই, তা' আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি,"—

পানগুলি গুছাইয়া ডিবায় রাখিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "তুই পরিষ্কার বল্‌তে কেবল আমাকেই পারিস্! কেন, তুই এখনও সেই ছোটটিই থাকবি?"

গৌরীর হৃদয়ে একটি অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তির উচ্ছ্বাস মুখর হইয়া উঠিতেছিল! এই দিগ্বিজয়ী যুবকটি যে এখনও কাছে আসিয়া, অবোধ সরল শিশুটির মতই যখন তখন আব্দার পরিপূরণের জন্য তাহার উপরই দাবী করে, অত্যাচার করে, ইহা মনে করিয়া এই নির্ভরপটু স্নেহ-পাত্রটির প্রতি তাহার স্নেহ আরও নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল!

—"আমি বাপু, কিন্তু বল্‌তে পারব না,"—গৌরী দুয়ারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরে একটু মৃদু হাসি ক্রীড়া করিতেছিল।

শিশির দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "তা তোমাকে বল্‌তেই হবে বৌদি', নইলে"—

গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"নইলে তুমি কি করতে চাও, শিশির?"—

—"কি করতে চাই?—একটু এগিয়ে এসে দেখ,"— গৌরী অগ্রসর হইয়া আসিল; শিশির চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া, কাগজ, কালী, কলম টানিয়া লইল, এবং দ্রুত নিপুণহস্তে

ইংরাজিতে যাহা লিখিয়া গেল, তাহা গৌরী দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। গৌরী কিছু ইংরাজী জানিত এবং চিঠিপত্রগুলি পড়িয়া সাধারণ-ভাবে বুঝিতে পারিত।

গৌরী চিঠি পড়িয়া কহিল, "তুমি কি ক্ষেপ্‌লে, শিশির ?"

শিশির সত্যই যে পদত্যাগ-পত্র লিখিয়া শেষ করিবে, গৌরী তাহা একবারও মনে করিতে পারে নাই।

"তবে এ চিঠি আজ্‌কার ডাকেই রওনা করে দেব ?"—ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া শিশির কহিল।

—"তাও কি হয় ? আচ্ছা কি বল্‌তে হবে বল, আমি সব ত আর গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌ব না।"—

—"তুমি যা' ভাল মনে কর ব'লো, আমার যা' বলার তা' সবই তোমাকে বলেছি !"—

গৌরী একটু হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা বল্‌ব—বল্‌ব !"—

আল্‌নার উপর হইতে সার্টটা টানিয়া লইতে লইতে শিশির কহিল, "বৌদি', কয়েকটা পয়সা এনে দাও, টিকিটের জন্য !"—

গৌরী কক্ষান্তরে চলিয়া যাইতেছিল, শিশির ডাকিয়া কহিল, "ভাল কথা বৌদি', দক্ষিণপাড়ার ছেলেগুলি ভারি ধরেছে, তাদের লাইব্রেরীর জন্য কিছু চায়। তুমি যদি বল ত কিছু তা'দের দি !—কি বল, বৌদি ?—"

গৌরী দুয়ারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইযা হাসিয়া কহিল, "তা' তোমার যা ইচ্ছা হয দাও, আমি আর কি বলব ?"—

"বাঃ, আমি যে তাদের বলেছি, বৌদি' যা' বলেন, দেব !"

"তবে পাঁচ টাকা দিলে হবে ?"

"অত ! তা' বেশ, তুমি যা' বলেছ, তাই দাও ; ছেলে-গুলির কপাল ভাল !"

গৌরী টাকা ও কয়েকটি পয়সা আনিয়া শিশিরের হাতে দিতে দিতে কহিল,—

"কিছু টাকা তোর কাছে রেখে দিলেই ত পারিস্, শিশির ! টিকিটের পয়সাটাও আমার কাছ থেকে চেযে নিবি ! কেন আর এমনি নাবালক থাক্‌বি তুই ?" গৌরীর মুখে হাসি দেখা যাইতেছিল, কিন্তু চোখের পাতা জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। তরল হাস্যজড়িত-কণ্ঠে শিশির কহিল, "আমি চিরকালই যেন তোমার কাছে নাবালক থাকতে পারি, বৌদি' !"

শিশির বাহির হইয়া গেল ! গৌরী প্রদীপ গুছাইয়া রাখিয়া, গৃহ-দেবতার বৈকালিক ভোগ সাজাইতে বসিল !

৪

শিশির কর্ম্মগ্রহণ করার পর হইতেই এক নূতন 'বাহানা' ধরিয়াছিল।

কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত শচীন একটি দিনের জন্যও অবসর পায় নাই; দারুণ শ্রমে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তবু বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সে খাটিয়াই যাইতেছে! কোনও আরাম, সুখ, বিশ্রাম সে চাহে নাই। গৌরীর সঙ্গ হইতেও সে নিজেকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত একরূপ বিচ্ছিন্নই রাখিয়াছে! এমন অবকাশ কোনও দিনই মিলে নাই যে, কিছু দীর্ঘকালের জন্য পল্লীজীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে!

পঠদ্দশায় শিশির একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিল, কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র বাসায় গৌরীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, একটি ক্ষুদ্র সংসার রচনা করিয়া তুলিতে পারে কি না, শচীনকে একটু শান্তি ও আরামের মধ্যে রাখিতে পারে কি না!

কিন্তু শচীনের জন্যই সে তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। পল্লীর বাড়ীটি ছাড়িয়া কোনও দিনই যে গৌরীর বিদেশে যাওয়া হইবে না, তাহা শিশির নিশ্চিতরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল; এবং সেই পঠদ্দশাতেই সে আপনার সমগ্র শক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির মধ্য দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ সকল সাধনান্তে বীণাপাণির বরপুত্রের দিকে পদ্মালয়াও যখন একবার অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে চাহিলেন, তখন শিশিরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই হইল যে, সে শচীনকে কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্য হইতে বিযুক্ত করিয়া লইয়া পল্লীর শান্তজীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেই!

শিশির যখন কোনও মতেই শচীনকে কর্ম্মত্যাগ করাইতে পারিল না, তখন সে গৌরীর কাছে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বসিল, যে, গ্রীষ্মের ছুটির অগ্রে সে আর স্বীয় কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইবে না এবং বাড়ীতেই বৌদিদির অঞ্চলের ছায়ায় মহা আনন্দে দিনগুলি কাটাইয়া দিবে!

গৌরী তাহাকে অনেক বুঝাইল, ফল হইল না!

শচীন তাহার অনিচ্ছা ও অমত দুই-ই গৌরীর কাছে

লিখিয়া জানাইল; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিশিরকে কোনও মতেই নিরস্ত করা গেল না!

শিশির এখন আর ছোটটি নহে, সাংসারিক বিষয়ে তাহার মতামতকে এতটা উপেক্ষা এখন আর শচীন করিতে পারে না, যাহাতে শিশিরের অন্তরে কোনও প্রকারে আঘাত লাগিতে পারে! সুতরাং দীর্ঘকালের বিতর্কের পর শচীনকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

শচীন একেবারেই কর্ম্মত্যাগ না করিয়া ছয়মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিল। উদ্দেশ্য, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শিশিরকে একবার বলিয়া দেখিবে।

সেদিন দুপুরের আহারের সময় শচীন কহিল, "শিশির, আমাকে যে একেবারেই অকর্ম্মণ্য ক'রে রাখ্‌তে চাস্, এটা কি ভাল হবে? এ ছ'টা মাস কেটে গেলে, তোর জেদ্ যদি তুই ছাড়িস্, তা' হ'লে না হয়—"

শিশির কথাটা শুনিয়া, জলের গেলাসের মধ্যে হাত ধুইতে ধুইতে নিম্নস্বরে কহিল,—"বাড়ীটাকে একেবারে ছেড়ে দিলে ত চল্‌বে না, দাদা! এতকাল বৌদি' এ বাড়ীর জন্য প্রাণপণ করেছেন, এখন তাঁকে একটু আরামে রাখ্‌তেই হবে,—"

গৌরী একটা তরকারী লইয়া আসিয়াছিল, সে ব্যস্তভাবে

কহিল, "ও কি শিশির, হাত ধুচ্ছ যে!—আর একটা মাছের তরকারী রয়েছে, দুধ আছে,"

"তাই নাকি! লক্ষ্য করিনি!"—অন্যমনস্ক শিশির হাসিয়া উঠিল। গেলাসটা সরাইয়া রাখিয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ও আবার কি এনেছ তুমি? আমার যে খাওয়া হয়ে গেছে!"

"তা' তো বটেই, এগুলি সব তবে পাড়ার লোক ডেকে খাওয়াই!"—গৌরী শিশিরের পাতের কাছে তরকারীর বাটিটা রাখিয়া দিয়া মৃদু হাসিল।

"কি তোমাদের কথার মীমাংসা হ'ল? কি স্থির কর্‌লে?" গৌরী কহিল।

—"তোমার বুঝি কাজ নেই, বৌদি'! আমার যা' বল্‌বার তা' তোমাকে একদিনই বলে রেখেছি। একজন বাড়ীতে থাক্‌বেই, হয় দাদা, না হয় আমি, এখন কা'কে তুমি বাড়ী থাক্‌তে বল?" গৌরীর দিকেই চাহিয়া শিশির এমন ভাবেই কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, যেন শচীন সেখানে উপস্থিতই নাই।

শচীন একবার গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া, একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—

"তা উনি হয় ত তোমার দাদাকেই থাক্‌তে বল্‌বেন।"

গৌরী তীব্র অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিল, "ওমা, কথার শ্রী দেখ!"

গৌরী ভারি লজ্জা পাইল; এবং মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া পাক-ঘরের দিকে চলিয়া গেল!

শচীন দেখিল, শিশিরের সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে কহিল, "তোর ছুটি আর ক'দিন আছে, শিশির?"

—"আস্‌ছে সোমবার খুল্‌বে, আর পাঁচ দিন।"

৮

বি, এ, পরীক্ষায পাশ করার কিছুদিন পরেই শিশিরের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

নববধূ লক্ষ্মী ধনবানের আদরিণী কন্যা; বিবাহেব পর হইতে এ পর্য্যন্ত এ বাটীতে মাত্র দুইবার আসিযাছে। গৌরী আনিতে পাঠাইলেই একটা না একটা আপত্তি তুলিযা লক্ষ্মীব মাতা লক্ষ্মীকে পাঠাইতেন না। গৌরী ভাবিত, লক্ষ্মী এখনও ছেলে-মানুষ,—একটু বড় হইযা উঠিলেই নিজেব সংসাবেব উপব মাযা বসিবে এবং তখন নিজেই উদ্যোগ কবিযা চলিযা আসিবে। কিন্তু গত বৎসর চলিযা যাওযাব পবও এ পর্য্যন্ত গৌরী লক্ষ্মীকে আনিবার জন্য তিনবার লোক পাঠাইযা যখন আনিতে পাবে নাই, তখন সে সত্যই একটু মুস্কিলে পড়িল।

শিশির যখন গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিল, তখনও গৌরী লক্ষ্মীকে আনিতে পাঠাইল। কিন্তু লক্ষ্মী আসিল না। গৌরী বিশেষ করিযা অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিয়াছিল; তাহাতেও কোনও ফল হইল না। তখন গৌরী একেবারেই হতাশ হইযা

পড়িল। এই ব্যাপারটার জন্য সে শিশিরের কাছে নিতান্তই কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন সে সাহসে ভর করিয়া শিশিরকে লক্ষ্মীর পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অনুরোধও করিয়াছিল।

শিশির তখন মধ্যাহ্নের আহারের পর শুইয়া পড়িয়া একখানা ইংরাজী নভেলের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

গৌরী যখন ভয়ে ভয়ে শিশিরের কাছে দাঁড়াইয়া কথাটা উত্থাপন করিল, তখন শিশির কোনও উত্তর দিল না, শুধু মুখের উপর হইতে বহিখানি নামাইয়া একবার গৌরীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার দৃষ্টিতে একটা বিরক্তির সুস্পষ্ট আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল। কোনও কথা না কহিয়া শিশির পরক্ষণেই বহি তুলিয়া লইল। গৌরী মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"লক্ষ্মী ভাইটি আমার!"—

শিশির বহি ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। তীব্র-কণ্ঠে কহিল, "তুমি আস্‌তে লিখেছ, সেইটেই যথেষ্ট নয় কি বৌদি?"—

গৌরী আজ বিদ্রোহকে উপেক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল; ধীরে ধীরে কহিল, "আমি একবার

লিখেছি কি না লিখেছি, তা' তোমার ত দেখ্‌বার দরকার নেই ভাই ; আমি তোমাকে অনুরোধ কচ্ছি, তুমি, লক্ষী ভাই আমার, একবারটি'—"

—"সে হবে না, বৌদি'! যারা তোমার চিঠিকে উপেক্ষা কর্‌তে পেরেছে, তাদের বাড়ীতে যাওয়া আমার কর্ম্ম নয়"—

—"উপেক্ষা কর্‌বে কেন? অসুবিধা ছিল, পাঠায়নি ; সব সময়েই যে সকলের সুবিধা থাক্‌তে হবে, এমন কথা নেই ত!"—

তীব্রস্বরে কহিল, "বৌদি"—

গৌরী শিশিরের মুখের দিকে চকিত-দৃষ্টিতে চাহিল।

শিশির দ্রুত অস্থির-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই এক বছরের মধ্যে তুমি ক'বার আন্‌তে লোক পাঠিয়েছ, তা' কি আমি জানি না, বৌদি'?"

—"কই, ক'বার আমি লোক পাঠিয়েছি? কে তোমাকে বলে এ সব কথা?"—নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন একটা সামান্য আশ্রয়কেও আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখে, গৌরীও তেমনি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য কথাটা বলিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানি যে

কতখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং চক্ষুর দৃষ্টি যে কতটা উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা গৌরী নিজেও যেন কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল! শিশির তেমনি অস্থিরভাবে কহিল, "কাউকে বল্‌তে হবে কেন, বৌদি'? আমি নিজেই সব খোঁজ রাখি।"—

গৌরীর আর কোনও উত্তর ছিল না। তবু সে হতাশভাবে কহিল, "কেন, সংসারের এমন সব তুচ্ছ ব্যাপারেরও খোঁজ তুমি অত ক'রে রাখ্‌তে যাও কেন?"

"সংসারের কিছুরই আমি খোঁজ রাখতে চাইনে, কিন্তু যে ব্যাপারগুলিতে তোমাকে আঘাত করে এবং উপেক্ষা জানায়, তা' তুমি তুচ্ছ মনে করতে পার, বৌদি', কিন্তু আমি সেই গুলিকেই সব চেয়ে গুরু বলে মনে করি"—

গৌরী উচ্চকণ্ঠে কহিল, "এ তোমার বড় বাড়াবাড়ি!—তিলকে তাল ক'রে তোলাটা ত ঠিক নয়।—দূর থেকে কে কার অসুবিধা ঠিক বুঝ্‌তে পারে? তুমি নিজে একবার গেলেই সব গোল কেটে যাবে,—সব না জেনে শুনেই কারু উপর অবিচার করাটা ত ঠিক নয়,"—

গৌরীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শিশির কহিল, "তোমার বিচার নিয়ে তুমিই থাক,—ইচ্ছা হয়, আবার চিঠি

দেখ, লোক পাঠাও,—আমি যেতে পারব না, ঠিক জেনে রাখ।”

আল্‌নার উপর হইতে একটা জামা টানিয়া লইতে লইতে শিশির কহিল,—“কে তোমাব সঙ্গে বসে বসে ঝগড়া কর্‌বে বাপু, তোমার যা’ খুসি কর, আমি বেরিয়ে পড়্‌লুম্।”—

৬

পূজার ছুটিতে শিশিব বাড়ী আসিযাছে।

চতুর্থীর দিন সকাল বেলা শিশির নিজের ঘরটা গুছাইতেছিল। গৌরী আসিয়া কহিল,—"ও-ঘরে দুটো টেবিল রয়েছে, তুমি একটা এ-ঘরে এনে রাখ; কাগজপত্র বইটই গুলি রাখ্‌তে সুবিধা হবে।"

চাকরটা বাহিরে যাইতেছিল, গৌরী তাহাকে টেবিল আনিযা দিতে বলিযা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। চাকর টেবিল আনিযা দিল। ড্রয়ারের ভিতব কিছু কাগজ ও কযেকখানা চিঠিপত্র ছিল; শিশির সে গুলিকে বাহির করিয়া আনিল। কোন আবশ্যকীয কাগজ আছে কি না একবার নাড়িয়া দেখিল। কাগজগুলি একটা চুবড়িব মধ্যে ফেলিযা দিবার সমযে একখানা চিঠির উপর শিশিরের দৃষ্টি পড়িল। চিঠির উপব শচীনেব নাম লিখিত ছিল। ডাকঘরের মোহরটা পরীক্ষা কবিযা দেখিল, সে যাহা সন্দেহ করিযাছে, তাহাই বটে। চিঠি লক্ষ্মীর পিত্রালয় হইতে আসিযাছে।

খামখানা হাতে করিয়া শিশির একটু ভাবিল, তার পর খামের ভিতর হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে শিশিরের দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল, ললাটরেখা গভীর হইল, অধর দংশন করিতে করিতে শিশির তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌরী পাকগৃহের মধ্যে কি করিতেছিল, শিশির চঞ্চলপদে দুয়ারের কাছে যাইয়া দাঁড়াইল, ভিতরের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "বৌদি, আমি মীরপুর যাব,—এখনি,—"

শিশিরের তীব্র কণ্ঠস্বব শুনিয়া গৌরী ফিরিয়া চাহিল; শিশিরের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া চকিতভাবে কহিল, "কি হয়েছে শিশির,—মুখ চোখ অমন দেখাচ্ছে কেন তোমার?"—

"কিছু হয়নি, আমি মীরপুর যাব, তাই বল্‌তে এসেছি। আমি আজই যাব,—এখনি যাব!"

"এখনি যাবে!—পাক হয়নি, না খেয়ে কেমন করে যাবে?—এখনি হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে কেন শিশির?—"

"খাওয়া আমার হবে না, আমি ন'টার গাড়ীই ধর্‌ব,—তুমি দাদাকে ব'লো, তাঁর ফির্‌বার দেরী আছে। তুমি কিছু টাকা আমায় দাও"—

গৌরীর চিত্ত একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় পীড়িত হইতেছিল,

সে শিশিরের কাছে সরিয়া আসিয়া স্নেহ-তরলকণ্ঠে কহিল, "কি হয়েছে শিশির ?—তোমার মুখ দেখে ত আমার ভাল বোধ হচ্ছে না,—কারু অসুখ বিসুখ ত করেনি ?"

"হবে কি ?—কিছু হয়নি ! পূজার দিনে ঘরের বৌটাকে কি একবার আন্‌তে বল্‌তেও নেই,—তোমরা ত বল্‌বে না, কাজেই আমার নিজেরই যেতে হবে।"

শিশিরের কথা শুনিয়া গৌরী বুঝিল, কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহাতে হঠাৎ তীব্র আঘাত পাইয়াই শিশির অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে ; এবং সেই আঘাতটা যে শিশির লক্ষীর পিত্রালয়ের দিক হইতেই পাইয়াছে, তাহাও গৌরীর বুঝিতে বাকী রহিল না। শিশিরের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইতে লইতে উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে গৌরী কহিল, "আমার মাথা খাস্ শিশির কি হয়েছে বল্।"—

গৌরীর স্নেহতপ্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে শিশিরের বলিষ্ঠ হাতখানি একটি ক্ষুদ্র শিশুর হাতখানির মতই কাঁপিতেছিল। সেই স্নেহস্পর্শ শিশিরকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল, তাহার বিশাল চক্ষু দুইটা অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ;—সে হাত ছাড়াইয়া নিতে নিতে আর্দ্রকম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"কেন তোমরা এই একঘর কুটুম্বের কাছে এমন করে বার বার অপমান ভোগ করছ ?

আমার কাছেও সে অপমান গোপন কর কেন? আমি কি এতই দূরে সরে গিয়েছি? এই অপমান লুকিয়ে লুকিয়ে সহ্য করে, কেন তোমরা আমাকে এমন কুণ্ঠিত করে তুল্‌ছ, বৌদি'?"

গৌরী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কোথায় আমরা অপমান ভোগ করে তোর কাছেও লুকিযে রেখেছি, শিশির? তুই কি যে বলিস তা'ত"—

—"মোটেই বুঝতে পার্‌ছ না, কেমন, এই ত?"—হঠাৎ শিশির উগ্র হইয়া উঠিয়া, গৌবীর হাতের মধ্য হইতে হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "তা' বেশ, না বুঝে থাক, না বুঝেছ,—তুমি টাকা এনে দাও!"—

গৌরী শিশিবের প্রকৃতি ভাল কবিযাই জানিত। সে যখন যাওয়াই সঙ্কল্প করিয়াছে, তখন তাহাকে আর বাধা দিয়া যে কোনও লাভই নাই, তাহা সে বেশ জানিত। আর কোনও কথা না বলিয়া গৌরী কিছু টাকা আনিয়া দিল, শিশির টাকা নিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্ত পরে গৌরী একটা রেকাবীতে কিছু খাবার ও এক গেলাস জল নিয়া শিশিরের ঘরে গিয়া দেখিল, শিশির চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া, সম্মুখের টেবিলটার উপরেই মাথাটি অবসন্ন ভাবে নীচু করিয়া রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে।

গৌরীর পায়ের শব্দ পাইয়া শিশির মাথা তুলিয়া চাহিল। ব্যথিত দৃষ্টিতে গৌরী চাহিয়া দেখিল, তখনও শিশিরেব চক্ষের অশ্রুবিন্দু শুকায় নাই!

কোনও কথা না কহিয়া খাবারের রেকাবীখানা হাতে করিয়া গৌরী টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিশির হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি যে কি হয়ে যাচ্ছি, তা' আমি নিজেই ভাল ক'রে বুঝতে পাচ্ছিনা,—তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি কোথায় যাব, বৌদি'?—আমি যাব না!"—

গৌরীব স্নেহপূর্ণ অন্তব শিশিবের জন্য আশঙ্কায উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল।

শিশিব যে বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে পারে নাই, সে জন্য গৌরীব বুকের মধ্যে একটা তীব্র কুণ্ঠাপূর্ণ বেদনা নিশিদিন নিবিড় হইযাই ছিল!

বিবাহের পূর্ব্বে শিশির একদিন বলিয়াছিল, 'বড় লোকের ঘরের মেয়ে না এনে, বড় গৃহস্থ ঘবেব মেয়ে আন, যে তোমার মর্য্যাদা বুঝবে, বৌদি'!—কথাটা গৌরী একটি দিনের জন্যও ভুলিতে পারে নাই।

ধনীর জামাতা হইলে শিশির আদর যত্ন পাইবে, তাহাই মনে করিয়া, যখন মীরপুরের জমীদারের একমাত্র দুহিতার

সহিত বিবাহ প্রস্তাব হইল, তখন গৌরী কত আগ্রহেই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল! বৌদিদির আগ্রহ দেখিয়া শিশির আর কোনও কথাই বলে নাই!

গৌরীর কেবলি মনে হইত শিশিরের এই অশান্তি ও অসুখের সে-ই একমাত্র কারণ! সমস্ত অপরাধের বোঝাটা নিজের উপর চাপাইয়া দিয়াও সে যখন কোনও মতেই শান্তি পাইত না, তখনই সে মীরপুরে পত্র লিখিতে বসিত; লোকের পর লোক পাঠাইত! কিন্তু মীরপুরের জমীদারগৃহিণী নানা-প্রকার আপত্তির সৃষ্টিই করিয়া তুলিতেন, লক্ষ্মীকে কবে যে সঠিক পাঠাইতে পারিবেন, তাহা কোনও দিনই নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন না।

গৌরীর চিঠিতে যখন কোনও কাজই হইল না, তখন শচীন লক্ষ্মীর পিতার নিকট পত্র লিখিল। শচীন আশা করিয়াছিল, লক্ষ্মীর পিতা সত্যশঙ্কর চৌধুরী যাহা হয় একটা সঙ্গত ব্যবস্থাই করিবেন! কিন্তু সত্যশঙ্কর বাবু শচীনের চিঠির উত্তরে এমন একখানি চিঠি লিখিলেন, যে চিঠি শচীন ত সাহস করিয়া শিশিরকে দেখাইতে পারিলই না, পরন্তু সে যে কি করিবে তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

আজ ড্রয়ারের কাগজপত্রের মধ্যে শিশির হঠাৎ সেই

চিঠিখানি পাইয়া বসিল। চিঠিখানির মধ্যে এমন কয়েকটি কথা ছিল, যাহা লিখিয়া সত্যশঙ্কর বাবু অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়াই শিশিরের মনে হইতেছিল। কিন্তু দাদাকে এবং বৌদিদিকে কি প্রকারে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অপমান হইতে রক্ষা করিবে, তাহাই আজ শিশিরেব কাছে সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

গৌরী খাবারের রেকাবীখানা শিশিরের সম্মুখে রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "শিশির কিছু খেয়ে নে।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি সব কথা বুঝ্‌তে পেরেছি, তুই বোধ হয় সেই চিঠিটাই পেয়েছিস্, ঐ ড্রয়ারের মধ্যেই আমি তা' রেখেছিলাম। আমি এতদিন তোকে মীরপুর যেতে বলেছি, তুই যাসনি,—আজ তোকে আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না; কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝ্‌তে পেরেছি, আর উপেক্ষা করা ঠিক হচ্ছেনা। শিশির আজ আমি তোকে সত্যিই মীরপুব যেতে দেব, যদি তুই একটা কথা আমার কাছে স্বীকার করে যেতে পারিস্!"—

শিশির খাবার খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"কি"?

—"তুই আমাকে বল্, যে, তারা যে রকম ব্যবহারই করুক

না কেন, তুই তা'তে কোনও উত্তরই করবিনে,—এবং সেখানে কোন অনর্থ ঘটাবিনে; শুধু সহ্য করেই চলে আস্‌বি!"—

গৌরী তাহার স্নেহ-ব্যাকুল দৃষ্টি শিশিরের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অস্থিরভাবে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল!

শিশির কহিল, আমি কোনদিনই মীরপুর যেতাম না, বৌদি'! কিন্তু যারা আমার দাদাকেও অপমান কর্ত্তে সাহস করে, তাদের আমি কোনও মতে ক্ষমা করতে পারিনা! অন্যের সংসারের ব্যবস্থার উপর অনাহূতভাবে কর্তৃত্ব কর্ত্তে আসা যে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সে জ্ঞানটাও যদি তাদের না থাকে, তা' হ'লে,"—

গৌরী বাধা দিয়া কহিল,—"না, তুমি যদি সেখানে গিয়ে অনর্থই ঘটাও, বিবাদের সূচনাই কর, তা' হ'লে যেয়ে কাজ নাই তোমার,"—

—"না, বৌদি, আমাকে এবার যেতেই হবে; সকল অপমান ও অনর্থকে সৃষ্টি করে তোল্‌বার জন্য যে সেখানে রয়েছে, সে কোনও দিনই এ বাড়ীতে আসবার ইচ্ছা রাখে কি না, শুধু সেইটুকুই আমি জেনে আসতে চাই!—তবে তোমার কথাই থাক্‌বে, আমি সবই সহ্য ক'রে আস্‌ব, তুমি যা' বল্‌বে তাই করব, এই বল্‌ছি!"

৭

শিশির মীরপুর আসিয়াছে।

পঞ্চমীর সন্ধ্যা; শরতের নির্ম্মল আকাশে শশাঙ্কের হাসি ফুটিয়াছে। বিশ্ব-সৃষ্টিকে ওতপ্রোতভাবে আবেষ্টন করিয়া যেন একটি বিরাট 'ওঁ' অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে; ক্ষীণ, বক্র শশাঙ্ক যেন তাহারই চন্দ্রবিন্দুটী, লোকলোচনের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতলের ছোট একটি কক্ষ; কক্ষটি সুসজ্জিত; পূবের ও দক্ষিণের জানালাগুলি উন্মুক্ত রহিয়াছে। দক্ষিণের দিকে একটা খোলা ঝুলবারান্দা; রেলিংএর থামগুলির মাথায় মাথায় বিচিত্র চীনামাটীর টব রহিয়াছে; টবে টবে ফুলগাছ, পাতাবাহারের গাছ; ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে; একটা মৃদু পবনপ্রবাহ ফুলের গন্ধ গায়ে মাখিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; গন্ধ বিলাইবার জন্য, কক্ষমধ্যে কে আছে, যেন তাহাকেই খুঁজিতেছিল। কক্ষমধ্যে আর কেহ ছিল না, শুধু— শিশির একটা টেবিলের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে!

বাতাস তাহার উড়ানীখানি একটু উড়াইয়া, কুঞ্চিত ললাটদেশ একটু স্পর্শ করিয়া, কাণের কাছের চুলগুলি একটু নাড়িয়া দিয়া, বহিয়া গেল।

শিশিরের কোনও দিকেই লক্ষ্য ছিল না। তাহার ললাট একটু কুঞ্চিত, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন; হাত দুইখানি মুষ্টিবদ্ধ। সে যে কিছু ভাবিতেছে, তাহা তাহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়।

এমন সময়ে, উত্তরের দিক্‌কার দুয়ার খুলিয়া কেহ সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যে আসিল, সে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল, এবং ধীরে ধীরে টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

দক্ষিণের খোলা জানালার পথে হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপরকার স্নিগ্ধ আলোটা'কে মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, এবং লক্ষ্মীর মাথার অনভ্যস্ত গুণ্ঠনটাকে একটু সরাইয়া দিয়া গেল।

শিশির তীব্রদৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে একবার চাহিল, ঠিক্ তখনই একটু মৃদু হাসিয়া লক্ষ্মী কহিল, "তবু যে একবারটি এলে!"

শিশির দেখিল, লক্ষ্মীর উজ্জ্বল রূপ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। দুই বৎসর শিশির লক্ষ্মীকে দেখে নাই! সুদীর্ঘ দুইটি বৎসর,

বিশ্বকর্ম্মার মতই নিপুণহস্তে একটি বালিকার লীলাচঞ্চল দেহলতার উপর দিয়া তরুণীর সকল সৌন্দর্য্যসম্পদ পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছে!

শিশির দেখিল, লক্ষ্মীর কালো চক্ষের দৃষ্টি আরও নিবিড় হইয়াছে; ঈষৎ বক্র রসপুট অধরপুট সোহাগের অপেক্ষায়ই যেন উদ্যত হইয়া রহিয়াছে! কপোলেব বর্ণসুষমার অন্তরালে দ্রুত, উচ্ছ্বসিত শোণিত সঞ্চার যেন ধরা পড়িতেছিল! কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ কৃষ্ণসর্পশিশুর মতই মুখখানির পাশে পাশে লতাইয়া নামিয়া ঈষৎ দুলিতেছিল। পৃষ্ঠদেশ ছাপাইয়া, অংসে, উরসে, গুচ্ছেব পর গুচ্ছ কুন্তল অযত্নবিন্যস্ত হইয়া শোভা পাইতেছিল। কালো চুলের মধ্যদিয়া, নীলাম্বরীর আড়াল দিয়া, কর্ণের স্বুবর্ণভূষণ মৃদু আলোকসম্পাতে জ্বলিতেছিল, মন্দানিল সংস্পর্শে রহিয়া রহিয়া দুলিতেছিল!

শিশিবকে নীবব থাকিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে লক্ষ্মী কহিল, "কি ভাবছ?"

শিশির একটু চকিতভাবে আবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিল, অন্যমনস্কভাবে কহিল, "ভাব্‌ছি, সত্যি তুমি কতটাই বদলে গেছ।"

লক্ষ্মী গর্ব্বিতা, লক্ষ্মী মুখরা, তবু তাহার যেন একটু লজ্জা

করিতেছিল। সে একবার তাহার দৃষ্টি নত করিয়া লইল, তারপর একবার চকিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। শিশির তেমনই অন্যমনস্ক, টেবিলের উপরের আলোটার দিকেই এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে কহিল, "কই, আমি ত কিছুই বদ্‌লে যাইনি!"

—"যদি না বদ্‌লে যেতে, বোধ হয় ভাল হ'ত, লক্ষ্মী !"

লক্ষ্মী স্বামীর কথা ভাল করিয়া বুঝিল না, তবু কহিল, "না, আমি বদ্‌লাই নি!"

শিশির একবার একটু নড়িয়া চেয়ারের উপর ঠিক হইয়া বসিল, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল— "লক্ষ্মী,"—

লক্ষ্মী এমন একটা সুস্পষ্ট আহ্বানের জন্য প্রস্তুত ছিল না, একটু চকিতভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিযা কহিল, "কি ?"

লক্ষ্মী চাহিযা দেখিল, শিশিরের দৃষ্টি তীব্র, সে যেন বিচারকের কঠোর পরুষ-দৃষ্টি ; লক্ষ্মী দুই পা পিছাইযা গিযা, আর একবার স্বামীর মুখের দিকে ভাল করিযা চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "কি বল্‌বে ?"

—"লক্ষ্মী, তোমাকে যেতেই হবে,—আজ, এখনি যেতে

হবে! দেখ্‌ছ, আমি এখন পর্য্যন্ত কাপড় জামাও ছাড়নি; তোমার কাছ থেকে একটা শেষ কথা পেতে চাই,"—

"মা বাবার সঙ্গে কি কথা হ'ল?"

এতটা সহজ সুরে লক্ষ্মী উত্তর দিল, যে শিশির তাহা মোটেই পছন্দ করিতে পারিল না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে তীব্রকণ্ঠে কহিল,—"তা, তুমি না জান্‌বার কোনও কারণ আছে বলে মনে করি না; তবু যখন জিজ্ঞাসা করছ, শোন! কাল পূজা, তাঁরা তোমাকে আজ যেতে দেবেন না। আর আমাদের গ্রামের জল হাওয়া নাকি তোমার সহ্য হবে না। তাই যতদিন আমি তোমার থাক্‌বার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আমার কর্ম্মস্থলেই না করছি, ততদিন তোমাকে এখানেই রাখ্‌তে চান্।—বোধহয় সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা; পূজার আপত্তিটা কিছু নয় বলেই মনে হ'ল!"—

লক্ষ্মীর মুখের হাসি অন্তর্হিত হইল, ধীরে ধীরে কহিল, "তা তুমি কি বল্‌লে?"—

"আমি নিয়ে যেতেই চেয়েছি, বেশী আর কি বল্‌ব, তাঁদের সেই একই কথা।"

"একবার ভাল করে বলে দেখ,"—

শিশির অস্থিরভাবে কহিল, "না। তা' আর হয় না।

এখানে আমি এসেছি, তোমাকে নিয়ে যেতেই,—তুমি যাবে কি না আমি শুনতে চাচ্ছি!"—শিশিরের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উগ্র হইয়া উঠিতেছিল।

কুক্ষণে শিশির মীরপুর আসিয়াছিল, আরও অশুভ মুহূর্ত্তে লক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিশেষ চিন্তা না করিয়া লক্ষ্মী কহিল,—"মা বাবার অমতে জোর করে যাওয়াটা——"

লক্ষ্মীর মুখের কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই অধীর শিশির তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা' হলে চিরদিনই মা বাবার কাছে থাকবার সৌভাগ্য তোমার হ'ক্"—

চেয়ারটা সরাইয়া শিশির তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল!

লক্ষ্মীর দুই চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার সৌভাগ্যের কথা বলিনি'; একবার ভাল করে মা বাবাকে বল্‌লে তাঁরা——"

—"না সে আমি আর পারব না; আমার দাদার ও বৌদিদির চিঠিকে যাঁরা অপমান কর্‌তে পেরেছেন, আমি তাঁদের কাছে যে পর্য্যন্ত বলেছি, সেই যথেষ্ট, তার বেশী,"—

"তার বেশী বল্‌লে ত অপমান কিছু নেই?"

"অপমান!—হাঁ, অপমান বই কি! নিজের আত্ম-সম্মান জ্ঞানকে অপমান করাই হবে!"

লক্ষ্মী দক্ষিণ করাঙ্গুলিগুলি মুক্ত করিয়া বাম পাণিতলের শিথিল মুষ্টিমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"এমন?"—

—"হাঁ, এমনি বটে!"

বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, শিশির ভাবিল, এই লক্ষ্মী! এই নারীকে লইয়াই তাহার সারাজীবন অতিবাহন করিতে হইবে। এই ধনীর দুলালী, বিলাস-লালিতা নারী,—পল্লীর শান্ত বৈচিত্র্য-বিহীন গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যে কোথায় তাহার আসন!

লক্ষ্মীর উজ্জ্বল রূপ, বিচিত্র ভূষা, কক্ষের স্নিগ্ধ আলোক-লেখা, পুষ্পগন্ধবাহী উদ্দাম-পবন প্রবাহ, শিশিরের চতুর্দ্দিকে যেন একটা তীব্র উপহাস ও উপেক্ষার রচনা করিয়া তুলিতেছিল।

শিশির দুই পা সরিয়া আসিতে আসিতে কহিল, "লক্ষ্মী, তুমি যখন তর্কের সৃষ্টি করে তুলেছ, তখন তুমি যে যাবে না, তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি! সে কথাটা তোমার মুখ দিয়েই শুন্‌তে আমার সাধ নেই; তোমাকে বল্‌তে না দিয়ে তোমার ভবিষ্যতের যাওয়ার পথটা আমি খোলা রাখ্‌লাম; কারণ আমি যদিই তোমাকে ক্ষমা করতে না পারি, তোমার

বাপ মা যাঁদের অপমান করেছেন, তাঁরা তোমাকে, যে অবস্থায়ই তুমি যাও না কেন, বরণ করে ঘরে তুলে নেবেন,—আমি এখনি চল্‌লাম, আশা করি তুমি তোমার বাপ মার দুলালী হয়ে সুখেই থাকবে!"

লক্ষ্মী ভয় পাইল, কহিল, "আমার সব কথাটাই শোন, তারপর যা' হয় বিচার ক'রে"—

ভাল করিয়া লক্ষ্মীর কথাগুলি শিশিরের উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশও করিল না। শিশির অস্থির পদে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। লক্ষ্মী প্রমাদ গণিয়া দুয়ারের দিকে ছুটিয়া গেল, দুয়ার বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই শিশির কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া গেল।

লক্ষ্মী সেই অনুজ্জ্বল আলোকিত কক্ষের মধ্যে অনেকক্ষণ মূঢ়ের মতই দাঁড়াইয়া রহিল।—

এমন সময়ে চঞ্চলপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরঝি, শিশির বাবু কোথায়?—মা ডেকেছেন তাঁকে!"

লক্ষ্মী তখনও নিজেকে ভাল করিয়া সাম্‌লাইতে পারে নাই, তাহার পীবরবক্ষ তখনও গুরুশ্বাসে কম্পিত হইতেছিল; দীপ্ত চক্ষুর প্রান্তভাগ তখনও অশ্রুসজল ছিল।

লক্ষ্মী কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া বিনোদিনী কাছে আসিয়া তাহার গা ঠেলিয়া ডাকিল, "কি লা হয়েছে কি তোদের? —জামাইবাবু কোথায়?"

কতকাল পরে স্বামী সম্ভাষণ করিতে আসিয়া লক্ষ্মী যে তীব্র উপেক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা তাহার অন্তর দেশকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল; একটা দারুণ লজ্জা যেন তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল। স্বামী যে এমন করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা সে একবারটি মনেও করিতে পারে নাই। বিনোদিনী আসিয়া যখন তাহাকে ডাকিল, তখন লজ্জায়,

ঘৃণায়, অপমানে লক্ষ্মীর মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। এ যেন তাহারই অপরাধ, যেন তাহারই সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শিশির চলিয়া গেল; এবং সে যে কোথায় গেল, এবং কেন গেল, তাহার জবাব লক্ষ্মীকেই প্রত্যেকের কাছে দিতে হইবে!

শিশির আসিবার কিছু পরেই, লক্ষ্মীর যাওয়া সম্বন্ধে যে উত্তর সে সত্যশঙ্কর বাবুর কাছে পাইল, তাহাতেই শিশির ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু গৌরীর কাছে সত্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া, সে নম্রভাবে শুধু শুনিয়াই গেল, কোনও মতামত প্রকাশ করিল না।

সত্যশঙ্কর মনে করিলেন, জামাতা তাঁহার যুক্তির মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন না।

কিন্তু শাস্ত্রদর্শন ভিসুভিয়সের অন্তরমধ্যে যে দারুণ জ্বালা গুমরিতেছিল, তাহা সত্যশঙ্কর বিন্দুমাত্রও অনুমান করিতে পারিলেন না।

লক্ষ্মীর মাতা বিন্ধ্যবাসিনী যথন কুশল প্রশ্নান্তে ঠিক একই ভাবে লক্ষ্মীর যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা বুঝাইয়া দিলেন, তথন শিশিরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল; কিন্তু সে ঘাড় গুঁজিয়া শুধু

জামার আস্তিনটা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং একবার মাথা তুলিয়া বলিয়া ফেলিল,—"দাদা ও বৌদি বলে দিয়েছেন, নিয়ে যেতে,—নিয়ে যেতেই হবে! আশা করি আপনারা তারই বন্দোবস্ত করে দেবেন; নইলে আমি আজই চলে যাচ্ছি, যখন সুবিধা হয় পাঠাবেন।"—

এ কথার পরও যখন তিনি শিশিরের সঙ্গে পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা করিতে বসিয়া গেলেন, তখন শিশির আর কোনও কথাই কহিল না।

এমন সময়ে দাসী আসিয়া কহিল, "মা, জামাইবাবুকে বৌদিদি ভিতরে ডেকেছেন,"—

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "যাও বাবা, বিনোদ বুঝি তোমাকে ডাকছে!"—

দাসীর প্রদর্শিত কক্ষমধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই শিশির লক্ষ্মীর দেখা পাইল।

তারপর ভিসুভিয়সের চূড়ার কাছে একবার তাহার অন্তরস্থিত দারুণ জ্বালার অত্যুজ্জ্বল শিখা মুহূর্ত্তের জন্য দেখা গেল, পর মুহূর্ত্তেই শিশির কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল!

ব্যাপারটা যাহা ঘটিয়া গেল, তাহাতে শিশিরকে বিশেষ দোষী করা চলে না। ধনীর একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ

করিয়াছে বলিয়াই, শিশির যে তাহার আত্মসম্মান জ্ঞানকে কোনও অংশে এতটুকুও কুণ্ঠিত করিয়া রাখিবে, ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। বরং অনেকস্থলে আত্ম-সম্মান জ্ঞানটা কোনও মতেই যাহাতে এতটুকুও ব্যাহত না হইতে পারে, সেজন্য সে আপনাকে ক্রমাগতই সতর্ক, সজাগ করিয়া রাখিত!

লক্ষ্মী বিতর্কের দিকে না যাইয়া যদি সহজ, সরলভাবে শিশিরের হাতে ধরা দিত, ব্যাপারটা কখনই এমন অপ্রীতিকর হইয়া উঠিত না। লক্ষ্মী যদি সেই দিনই বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত, অথবা প্রথম আলাপের মুহূর্ত্তেই, কোথায় শিশিরের আঘাত লাগিয়াছে, তাহা বুঝিয়া, নারীর কোমল হস্তে প্রলেপ প্রয়োগ করিতে পারিত, তাহা হইলেও এমন একটা অনর্থ ঘটিত না!

বিনোদিনী আবার ডাকিল, কহিল, "বুঝি একটা অনর্থ ঘটিয়েছিস্;—কি করেছিস্ সর্ব্বনাশ, বল্না লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী রুক্ষ কম্পিতস্বরে কহিল, "কিছু করিনি আমি,—শুধু ভাব্ছি, এই হীন মেয়েজাতটাকে কেন ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন! এদের একটা কথাও মুখ ফুটে বল্বার সাধ্যি নেই,—স্বাধীনতা ত যেন নাই-ই,——"

বিনোদিনী কহিল, "সেজন্ত ভগবানের দায পড়েনি যে তোর কাছে জবাবদিহি কর্‌তে আস্‌বেন!—দেখ্, তোর ও মামুলি বই পড়া কথাগুলি ছাড়্! হিন্দুর ঘরেব বউ তুই, তোর বাপু এত সব কেন? তা' যাক্, শিশিরবাবু কোথায? খাবারগুলি ও-ঘবে বেখে এসেছি,——"

লক্ষ্মী সংক্ষেপে কহিল, "চলে গেছেন।"

তীব্র বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ্মীর বিবর্ণ মুখের উপর স্থাপন করিয়া বিনোদিনী কহিল, "চলে গেছেন!—সে কিবে?"

"কি কর্‌ব, আমি ত আর ধবে বাখ্‌তে পাবিনে?"—লক্ষ্মীব স্বব অপমান ও উপেক্ষাব বেদনায কম্পিত হইতেছিল।

বিস্মিতা বিনোদিনী তাহাব দুই চক্ষু বিস্ফাবিত করিয়া কিছুক্ষণ লক্ষ্মীব মুখেব দিকে চাহিযা বহিল; তাবপর ব্যথিত-স্ববে কহিল, "ধবে বাখ্‌তে পাব্‌লেই বুঝি ভাল হ'ত লক্ষ্মী!—ঠাকুব যে কি বুঝেছেন, তা' তিনিই জানেন। মাও ত তাঁকে একটু বুঝিযে বলেন না।—মেযে তাব শবীব ধুযে কি জল খাবে? 'স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌বে না,'—সৃষ্টি ছাড়া কথারে বাপু!"

বিনোদিনী ফিবিযা দুই পা' দুযাবের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল!

লক্ষ্মী ছুটিয়া যাইয়া তাহার অঞ্চল টানিয়া ধরিল, উদ্বেগপূর্ণ-কণ্ঠে কহিল, "কি হবে বৌদি ?"

"কি হবে, তা' আমি কি জানি ?—যেমন তোমাদের সৃষ্টিছাড়া বুদ্ধি !—তা' তুই যেতে দিলি কেন ?"

"তিনি যে চলে গেলেন, আমি কেমন ক'রে বাধা দেব, বৌদি ?"

"কচি খুকিটি আর কি ! বাধা দিতে পারলি না ত, সঙ্গে চলে গেলি না কেনরে, হতভাগী ?"

বিনোদ রাগিয়া গিয়াছিল ; অঞ্চল টানিয়া লইয়া সিঁড়ির উপর দিয়া 'দুম্ দুম্' করিয়া নামিয়া গেল !

লক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পিতার আদরিণী, মাতার সযত্নবর্দ্ধিতা লক্ষ্মী, জীবনে কোনও দিন আঘাত পায় নাই, ব্যথা জানে নাই ; আজ একটা অননুভূতপূর্ব্ব বেদনায় তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল !

কে ঐ তেজগর্ব্বিত, অভিমানদীপ্ত যুবা, যে এই ধনীর দুলালীর বুকের উপর দিয়া উদ্দাম গতিতে চলিয়া গেল ! অথচ তাহারই জন্য অন্তরের কোন্ একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থান নিবিড় বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিতেছে ! তাহার এই অনাহূত পীড়নও

যেন প্রীতিতে নন্দিত, সোহাগে বিগলিত! মাতার স্নেহ, পিতার আদরও যেন ইহার কাছে কুন্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল!

এমন করিয়া ত লক্ষ্মী কোনও দিন ভাবে নাই; এমন করিয়া বেদনার পীড়ন লাভ করিয়াও ত সে কোনও দিন এত তৃপ্তি পায় নাই! আজ তাঁহারই প্রদত্ত বেদনাটুকু লক্ষ্মীর কাছে একটি পরম গোপন সম্পদের মত মনে হইতেছিল!

লক্ষ্মী ভাবিল, সত্যই বুঝি তাহার শিশিরের সঙ্গে, কোনও দিকেই না চাহিয়া চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য ছিল!

তখন সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া যেখানে শিশির মুহূর্ত্তপূর্ব্বে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই ভূলুন্ঠিত হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল!

৯

বিজয়ার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন দুপুরে লক্ষ্মী তাহার চিঠির বাক্সটা খুলিয়া কাগজপত্রগুলি গুছাইতেছিল। কিছু দূরে বসিয়া বিনোদিনী পান সাজিতেছিল। একটা দাসী ঘরের মধ্যে একবার কাজের অছিলায় প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর কাছ দিয়া ঘুরিয়া গেল। যাইবার সময় মৃদুস্বরে কহিল, "ও-ঘরে কে এসেছে, একবারটি দেখে এস গো, দিদিমণি—!"

বিনোদিনী হাতের পানটা বাটায় রাখিতে রাখিতে চক্ষু তুলিয়া দাসীর মুখের দিকে চাহিল, কহিল, "কেনরে, সুখি, তুই বুঝি পানগুলি তৈরী কর্‌তে চাচ্ছিস্ ?"

সুখদা ওরফে সুখময়ী বিনোদিনীর খাস দাসী, বিনোদিনীর বিবাহের পর তাহার পিতা এই চতুরা দাসীটিকে মেয়ের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন !

বিনোদিনীকে কোনও কাজ করিতে দেখিলে সুখদা অত্যন্ত চটিয়া যাইত ! আজও তাহার কথা শুনিয়া বিনোদিনী

মনে করিল, সুখদা তাহাকে উঠাইয়া দিয়া তাহার হাতের কাজটা করিয়া রাখিতে চাহে।

বিনোদিনীর কথা শুনিয়া সুখদা তাহার দুই চক্ষু বিস্তৃত করিয়া কহিল, "না গো না, তোমার যত ইচ্ছে তুমি কাজ কর, —আমরা হ'লেম দাসী-মানুষ, আমাদের অত কাজের সক্ চ'ল্‌বে কেন ?"

সুখদা রাগিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে কহিল, "না, তা' বলিনি। ওরে, ও ক্ষেপি, শোন্,—কথা শোন্ !—"

সুখদা খানিকটা দূর চলিয়া গিযাছিল, ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া বিনোদিনী বাটার পানের উপর এলাচির দানা রাখিতে লাগিল।

লক্ষ্মী একখানা চিঠি খুলিতে খুলিতে কহিল, "তা সত্যিই ত বোঠান্, তুই অত খেটে মরিস্ কেন, বল্ ত ? দাসীগুলো বসে বসে কাটায়, আর তোর বাপু কাজই ফুরায় না !———"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "কি জানি, কাজ না করে আমি ত থাক্‌তে পারি না। আর এ পান টান গুলো সাজা, এ এমনই বা কি কাজ ! ———"

সুখদা আবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; লক্ষ্মী কহিল, "তা এ গুলো ওবাও ত বেশ করতে পারে—"

"—পারবে না কেন?—পারে,—তবে –"

"তবে কি?"

বিনোদিনী একটু নিম্নস্বরে কহিল, "কি জানিস্, উনি যে আর কারু হাতের পান খেতে ভাল বাসেন না, তাই—" বিনোদিনী হঠাৎ চুপ করিল। তাহার সুগৌর কপোলের কাছ দিয়া একটা দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস মুহূর্ত্তের জন্য দেখা গেল! একটু চঞ্চল, কম্পিত হস্তেই পানের খিলিগুলি তৈয়ারী করিয়া কতক একটা ডিবার মধ্যে, কতক বাটার উপরেই রাখিতে লাগিল।

বিনোদিনীর কথা শুনিয়া লক্ষ্মী একটু কি ভাবিল, তারপর একবার বিস্মিত-দৃষ্টিতে বিনোদিনীর লজ্জারক্ত সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিল।

—"তা কোন কাজই ত বাদ দিস্‌নে, বোঠান্। জুতো-শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই ত করিস্,—বাম্‌নী তাড়িয়ে পাকের ভার নিয়েছিস্। এখন ঝিগুলি তাড়িয়ে দিযে বাসন-মাজা ঘর-নিকানোটাও আরম্ভ কর্!"

বিনোদিনী পান-গুছান শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে

দাঁড়াইতে কহিল, "তা' দোষ কি, পরের বাড়ী ত কর্‌তে যাইনে; মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, নিজের হাতে গুছিয়ে, পাক করে যদি শ্বশুর দেওরকে না খাওয়াতে পার্‌লাম, তা হ'লে আর সুখ কি?"

বিনোদিনীর কথাগুলি লক্ষ্মীর বুকের ভিতরে কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট তন্ত্রীতে মৃদু আঘাত করিতেছিল! সে আঘাতে, একটা অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার সুর রহিয়া রহিয়া বুকের মধ্যে সাড়া দিয়া উঠিতেছিল। বেদনাটা যে কিসের, লক্ষ্মী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

একটা হাসির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়া বেদনাটুকুকে দূর করিবার জন্য লক্ষ্মী জোর করিয়া কহিল, "তোর ত আর দেওর নাই—?"

—"দেওর না আছে, দেওরের মত ননদ ত তুই রয়েছিস—?"

সুখদা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "তা' দেওরের দাদাও ত রয়েছেন, তাঁর কাজগুলি দাসী বাঁদীর হাতে ছেড়ে দিতে দিদিমণি আমার একেবারেই নারাজ যে গো!"

"দূর পোড়ারমুখী!—তুই ভারি বেড়ে গেছিস্ কিন্তু!"

সুখদাকে গালি দিতে যাইযাও বিনোদিনী অঞ্চলে মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল।

সুখদা বিনোদিনীর প্রায সমবয়স্কা ; সে বিশ্বাসী এবং নিজগুণে বাড়ীব সকলেরই প্রিয়পাত্রী। বিনোদিনী তাহার প্রতি সখীব ন্যায আচরণই কবিত বলিযা সুখদা কথাবার্ত্তায কতকটা স্বাধীনতা গ্রহণ কবিত। সেজন্য কেহই এই চতুবা দাসীটির প্রতি অসন্তুষ্ট হইত না।

লক্ষ্মী হাসিতে চেষ্টা কবিল, কিন্তু হাসিতে পাবিল না। বুকের মধ্যে একটা বেদনা থাকিলে, হাসিবাব সময সেই বেদনাটা বেশীই বাজিযা উঠে।

এমন সময় কক্ষমধ্যে আব একজন দাসী প্রবেশ কবিযা বিনোদিনীব দিকে চাহিযা কহিল, "বৌঠাকরুণ, মাঠাকৃরুণ আপনাকে ডাক্‌ছেন—"

দাসীব কথা শুনিযা সুখদা কহিল, "আমাব কথা ত বিশ্বাস কবলি, দিদিমণি। এখন দেখে এস কে এসেছেন।"

বিনোদিনী একটু হাসিযা নবাগতা পবিচাবিকাটিকে কহিল, "মার কাছে কে এসেছেন রে, ক্ষান্ত ?"

"চিনি না ত বৌঠাকৃরুণ।"

বিনোদিনী পানের বাটাটা তাকেব উপব তুলিযা রাখিযা,

একটা পান লইয়া মুখে দিল ; সুখদা রাগ করিয়া কহিল, "ও কাজটুকুও কি আমরা পার্‌তাম্ না, দিদিমণি ?"

বিনোদিনী যাইতে যাইতে কহিল, "কোন্ কাজটা রে সুখি, পান খাওয়াটা না কি ? তা' খা না—বাটায় ত রয়েছে,"—সুখদা আরও রাগিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। ক্ষান্ত-ঝি আঁচলে মুখ চাপিয়া ক্রমাগত হাসিতেছিল,—লক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া সে কহিল, "শুন্‌লে, দিদিমণি, বৌঠাক্‌রুণের কথা ! শুন্‌লে হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের বত্রিশ নাড়ীব বাঁধন ছেঁড়ে ! আর ওই পাগলটাকে না ক্ষেপালে বৌঠাকরুণের যেন এক দণ্ডও কাটে না।"

ক্ষান্ত চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী চুপ করিযা বসিয়া রহিল ! তাহার মনে হইতেছিল, এই হাসির সঙ্গে তাহার যোগদান করিবার অধিকারটুকু কে যেন হরণ করিযা লইয়াছে !

বাক্সের চিঠিপত্রগুলি অন্যমনস্কভাবে নাড়িতে নাড়িতে, একখানি অনেক দিনের পুরাতন চিঠির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। চিঠিখানি শিশিবের,—বিবাহের পর প্রথম বিজয়ার আদর ও সোহাগ সেই নাতিদীর্ঘ লিপিখানি বহন করিয়া আনিয়াছিল !

লক্ষ্মী একবার চিঠিখানি পড়িল, আবার পড়িল ; বুকেব ভিতর একটা অব্যক্ত যাতনা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল ; কোনও মতেই যেন তৃপ্তি পাইতেছিল না ! চিঠিখানি সে যখন তৃতীযবার পড়িয়া শেষ করিল, তথন তাহাব দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইযা উঠিল। বান্ধুলিপুষ্পরক্ত অধবপুট উচ্ছ্বসিত আবেগে মৃদুকম্পিত হইতে লাগিল !

শিশিব যদিও বাগ কবিযা চলিযা গিযাছিল, তবু এবাবও লক্ষ্মী আশা করিযাছিল, অন্ততঃ এই একটি বিশেষ দিনে—এই বিজয়ায—যে দিনে শত্রু শত্রুকে ক্ষমা কবে—এই প্রীতিব ভাণ্ডাব লুণ্ঠিত করিযা বিলাইবার দিনটিতে—শিশিবেব অমূর্ত্ত প্রেম একখানি ক্ষুদ্র লিপিব ভিতর ধরা দিয়া তাহাকে আনন্দিত করিবে ! দিনের পর দিন লক্ষ্মী তাহার ব্যর্থ আশা লইযা বসিয়া রহিয়াছে, কিন্তু নিষ্ঠুর শিশির লক্ষ্মীকে শুধু দুইটি ক্ষুদ্র অক্ষরের ভিতব দিযাও জানায নাই যে, সে তাহাকে অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও ক্ষমা করিতে পারে।

লক্ষ্মী একবার ভাল করিয়া নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। এ কোন্ রসহীন মরুর মধ্যে সে আপনার তৃষিত চিত্তকে আনিয়া ফেলিযাছে ! মুহূর্ত্তেব জন্য মায়ামরীচিকা রচনা করিযা দিয়া যে লুকাইয়াছে, তাহাকে এই রসহীন মরুব

মধ্যে কোথায় সে খুঁজিয়া পাইবে? হৃদয়ের এ অভাবকে যে দূর করিতে পারে, এ পঙ্কিল দৈন্যকে ডুবাইয়া, লুকাইয়া রাখিতে পারে, এ তৃষ্ণাকে যে শান্ত করিতে পারে, সে কোথায়!—সে কোথায়!

বিনোদিনীর প্রবল কর্ম্মস্পৃহার মধ্যে আজ লক্ষ্মী যে তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহা তাহার কাছে একেবারেই নূতন। সে এতদিন নিজের দিক দিয়াই স্বামীকে চিনিতে শিখিয়াছে; স্বামীর দিক দিযা নিজেকে চিনিতে শিখে নাই।

এতকাল যেন একটা দীর্ঘ পার্ব্বত্যপথ অতিবাহন করিয়া আসিয়া, আজই যেন, এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে, সে এমন একটি ফল-পুষ্প-স্রোতস্বিনী-বহুল শ্যামায়মান উপত্যকার সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইয়াছে, যেখানে তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, দৈন্য, সকলই নিঃশেষিতরূপে মিটিযা যাইতে পারে!—কিন্তু ঐ উপত্যকায প্রবেশ-পথের চাবিকাঠিটি যাহার কাছে, সে ত তাহাব পার্শ্বে নাই; কাছে নাই,—যত দূর দৃষ্টি চলে তাহার মধ্যেও ত তাহাকে দেখা যায় না, খুঁজিযা পাওয়া যায় না! লক্ষ্মী বুঝিল, এমন করিয়া দিন কাটিবে না। নারীর দিন এমন করিয়া কাটিতে পারে না! কিন্তু কোথায় শ্রেযপথ, ধনীর দুলালী চোখের জলে তাহাও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না।

৫

হাতের চিঠি বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল। খোলা দুয়ারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লক্ষ্মী দেখিল, সেখানে এক হাস্যপ্রফুল্লমুখী নারী দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহার নয়নে স্নেহ-স্রাবী দৃষ্টি—অধর-প্রান্তে মৃদু হাসির রেখা!

লক্ষ্মী সবিস্ময়ে চিনিল, সেই নারী গৌরী!

সেদিন সন্ধ্যার পর বাসায ফিরিয়া আসিযাই শিশির বুঝিল, বাসায নূতন লোক আসিযাছে। সদব দরজার কাছেই চাকবের ঘব; শিশির চাকবকে ডাকিযা জিজ্ঞাসা করিল, সদুত্তব পাইল না। বুঝিল, সন্ধ্যাব গাড়ীতে কাহারা আসিযাছে। সিঁড়িতে আলো ছিল না। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁডাইযা থাকিযা কাহাব অস্পষ্ট কণ্ঠস্বব সে শুনিল। সে স্বর যাহার অনুমান হইল, শিশিব দেখিল সংবাদ না দিযা তাহার আসা একেবারেই অসম্ভব। বিস্মিত কৌতূহলে শিশিব ধীরে ধীবে সিঁডি বাহিযা উপবে উঠিযা আসিল।

দুযাবেব কাছে দাঁডাইযা শিশিব দেখিল, কক্ষমধ্যে কেহ একখানা বড থালাব উপব কতকগুলি খাবার গুছাইয়া সাজাইযা বাখিতেছে। বিস্মিত-কণ্ঠে শিশিব ডাকিল "বৌদি!"

হাস্যমুখী গৌবী শিশিবের দিকে ফিরিতেই শিশির দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সে যে কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

"তুমি, বৌদি, তুমি কখন, কেমন করে এলে? এ যে আমার স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে যে!——"

গৌরী হাসিয়া কহিল, "জুতোটা ছেড়ে এই পিঁড়িটার উপরে বস ত দেখি; খাবারগুলির সঙ্গে একটা পরিচয় সুরু করে দিলেই বুঝতে পারবে এখন, যে আমাদের আসাটা ঠিক স্বপ্নই নয়, শিশির।"

"'আমাদের' বল্‌ছ, তা হলে তুমি একলাটি আসনি বৌদি!"

"বাঃ! আমি একলাটি আস্‌ব কেমন করে শিশির?" গৌরীর হাস্য-তরল কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিশিরের অতর্কিত বিস্ময়ের ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গেল!

"সত্যি বৌদি, আমি কি যে কর্‌ব, আর কি যে বল্‌ব, কিছুই ঠিক পাচ্ছিনে। এমন হঠাৎ ছাদ ফুঁড়ে যে তোমরা এখানে এসে নামবে, তা আমি স্বপ্নেও মনে কর্‌তে পারিনি, এ যেন একেবারে সেই 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনের' মতই একটা মস্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।" শিশির ক্রমাগতই বকিয়া যাইতেছিল। গৌরী বাধা দিয়া কহিল, "ওসব কথা খাবার-গুলির সদ্ব্যবহার কর্‌তে কর্‌তেই বল, শিশির। এর পরে বাজার থেকে এলে আমি আবার রাঁধ্‌তে যাব।"

শিশির খাবার মুখে দিতে দিতে কহিল, "বাজার থেকে কে আস্‌বে?"

গৌরী হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ-স্বরে শিশির কহিল, "এই দেখ, আমি কি যে ছাই বকে যাচ্ছি! দাদার কথাটা একবারটি জিজ্ঞাসাও করিনি,—তিনি——"

"বাজারে গেছেন, এখনি ফির্‌বেন, তোমার যে গেরস্তালী এমনি করেই না কি শরীর বাঁচিয়ে বিদেশে থাক্‌বে?"

"এর মধ্যে আমার গৃহস্থালীটা দেখে নিয়েছ বৌদি?"

"হাঁ, তোমার তরকারীর চুবড়ি, ডালের হাঁড়ি, তেলের ভাঁড়, কিছুই আমার দেখ্‌তে বাকী নেই শিশির!"

শিশির খাইতে খাইতে একবার ঘরটার চারিদিক দেখিয়া লইল। "বা রে! তুমি এত কখন কর্‌লে? আমার ঘরের দু-বছরের জঞ্জাল যে তুমি দু-ঘণ্টায় সাফ্‌ করেছ!" গৌরী দেশ হইতে কিছু তরকারি সঙ্গে আনিয়াছিল, সেগুলি বাহির করিয়া লইয়া কুটিতে আরম্ভ করিল। একটা কথা তাহার মুখে আসিয়া বাধিয়া যাইতেছিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া, একটু মৃদু হাসি জোর করিয়া ঠোঁটের কাছে আনিয়া ধীরে ধীরে গৌরী কহিল, "ইঃ! দু-ঘণ্টার মধ্যে এত জঞ্জাল সাফ্‌ করা কি আমার কর্ম্ম শিশির? আমার চেয়েও সব

কাজ যে সহস্রগুণে সুন্দর করে কর্‌তে পারে, সেই লক্ষ্মীর সাহায্য না পেলে এত আমি একলাটি কিছুতেই করে উঠ্‌তে—"

কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই গৌরী চক্ষু তুলিয়া একবার শিশিরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; গুরু-আঘাত পাইলে মানুষ যেমন কিছুক্ষণ একবারে নির্ব্বাক্‌ হইয়াই থাকে, এবং তাহার মুখশ্রী যেমন একেবারেই রক্তশূন্য হইয়া যায়, শিশির তেমনি আহতের মতই আর্ত্তদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! তাহার ললাটের উপর দিয়া ঘর্ম্মবিন্দু দ্রুত ফুটিয়া উঠিতেছিল। খাবারের থালার উপর শিথিলমুষ্টি দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিয়া সে যখন সম্মুখের দিকে কতকটা ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন হাতের তরকারী ফেলিয়া দিয়া গৌরী শিশিরের কাছে ছুটিয়া আসিল। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া রাখিয়া গৌরী ত্রাসকম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "শিশির! ও শিশির!—ও লক্ষ্মী! জল নিয়ে আয়, শিশির যে কেমন হয়ে পড়ল—"

শিশির হঠাৎ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল, এবং তীব্র-কণ্ঠে কহিল, "না, না, কারু জল আন্‌তে হবে না!"

গৌরী কোমল-কণ্ঠে কহিল, "ছি শিশির, এত দুর্ব্বল তুই!"

"না, না, আমি দুর্ব্বল নই, বৌদি! তোমরা নিজেদের

উপর অপমানটাকে টেনে নিয়ে আমাকে যে কতখানি ব্যথিত করে তুলেছ, তা যদি বুঝ্‌তে, তা' হলে আজ এমন করে—"

"তোর ব্যথা আমি বুঝিনি, শিশির! একথা তুই যে স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারিস্, তা' আমি মনে করিনে! ব্যথাটাকে নিজের বুকের মধ্যেই পুষে না রেখে, যদি আমার সঙ্গে ভাগ নিতে পারিস্, তাই মনে করেই আজ তোর কাছে ছুটে এসেছি শিশির!—আজ তুই এমন অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌লে চলে কই?"—উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে গৌরীর কাতর কোমল স্নেহজড়িত কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল!

পাশের কক্ষ হইতে জল লইয়া লক্ষ্মী দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত আসিযাছিল, শিশিবের কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা প্রবল ধিক্কারে তাহার চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিল, তারপরই গুণ্ঠনপ্রান্ত দিয়া অশ্রুমার্জ্জনা করিযা লক্ষ্মী ফিরিয়া গেল! একটা ভাঙ্গা চেয়ারের উপর মাথা রাখিয়া স্তব্ধের মতই পড়িযা রহিল।

ভাটার জল নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন নদীর ভিতরকার পঙ্কচিহ্ন জাগিযা উঠে এবং জানাইয়া দেয় যে, জোয়ারের জলে ঢাকা থাকিলেও ঐ মলিন পঙ্ক-চিহ্নটা একটা সত্যকারই জমাট্‌বাঁধা ক্লেদ, বহুদিন হইতে রহিয়াছে; তেমনি আজকার উচ্ছ্বাসের আবেগটা কমিয়া যাইতেই, মনের ভিতরকার অন্তহীন বেদনার আবিল চিহ্নগুলি সর্ব্বপ্রথমেই শিশিরের চোখে পড়িয়া গেল! এগুলি যে ঠিক্ আজকার নহে, কত দিন পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু করিয়া জমিয়া উঠিযাছে; একথাটা মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল!

এই আবিলতার নীচে তাহার প্রাণটা যে একেবারেই হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, এবং সে যে কোনো মতেই স্বস্তি পাইতেছে না, এটা তো নিঃসন্দেহই একটা নগ্ন সত্য!

এলার্ম্‌ওয়ালা ঘড়ি নিয়মমত চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে এলার্ম্‌ বাজিয়া উঠিয়া যেমন একটা বিশেষ মুহূর্ত্তকে জানাইয়া দিয়া আবার নিজের মনে চলিতে থাকে, আজকার এ ব্যাপারটাও কতকটা ঠিক্ তেমনি ভাবে ঘটিয়া গেল।

বাড়ীসুদ্ধ সকলের মনেই আজ একযোগে এই কথাটাই জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, এভাবে আর চলিতে পারে না, এবং ঠিক্ এই মুহূর্ত্ত হইতেই আগেকার ক্রটী-বিচ্যুতি, ভুলচুকগুলিকে আর বাড়িতে না দিয়া, হয় একটা নূতন পথ এখনই ধরিতে হইবে ; না হয়, পরস্পরকে সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া একেবারেই মুখ ফিরাইয়া বসিতে হইবে !

মানুষের জীবনে এই মুহূর্ত্তটাই সর্ব্বাপেক্ষা শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্ত ! এই সন্ধিক্ষণের উপর ভবিষ্যতের ছোট বড় সকল ব্যাপারই নির্ভর করিতেছে ! এবং জীবনের অপ্রীতিকর ব্যাপারগুলি এমনি একটা মুহূর্ত্তে পৌছিয়া গেলেই চূড়ান্ত মীমাংসা সহজেই আসিয়া পড়ে !

তখন এই মীমাংসার জন্য কোনও একটা আয়োজনেরও যেমন দরকার হয় না, তেমনি কাহাকেও কিছু বলিয়াও দিতে হয় না এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে, ইঙ্গিতের অপেক্ষায় যে যাহার স্থানটী দখল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইহাও দেখা যায় !

এ ঘরটার মধ্যে লক্ষ্মী একলাটী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শিশির তাহাকে যে আঘাত করিয়াছে, আজ আর সে তাহার সমালোচনা করিতে বসিল না ; বার বার শুধু

এই কথাটাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, যে, এর একটা শেষ হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে ; এতদিনকার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত, যে ভাবেই হউক্‌, আজই হইয়া গেলে বাঁচা যায় !

মনের মধ্যের দাগগুলিকে মিলাইয়া দেওয়াই আজ যে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, এ কথাটা এই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে এমন করিয়া আর কোনও দিন সে অনুভব করে নাই !

পাশের ঘরে দুই ভাইয়ের এবং গৌরীর কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। তাহার মৃদু শব্দ লক্ষ্মীর কাণে আসিতেছিল। কিন্তু সে দিকে মোটেই তাহার মন ছিল না।

জানালার কাছটীতে উঠিয়া আসিয়া বাহিরের আকাশের দিকে নির্নিমেষ চোখে কতক্ষণ চাহিয়া ছিল, তাহা তাহার জ্ঞান ছিল না ; কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া যখন দুই চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল, তখন সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

নির্ম্মল আকাশ তখন লক্ষ মাণিকখচিত চন্দ্রাতপের শোভা পাইতেছিল এবং এই গরম বিচিত্র আচ্ছাদনটীর নিম্নেই বিপুলা পৃথ্বী সুষুপ্ত রহিয়াছে।

কর্ম্ম-কোলাহল থামিয়া গিয়াছে ; শুধু উদ্দাম বায়ু-

প্রবাহ মাঝে মাঝে ছুটিয়া আসিয়া ঘরের দরজা জানালার কবাট-গুলির উপর মাথা খুঁড়িয়া যাইতেছে।

মুখ ফিরাইতেই লক্ষ্মী দেখিল, এই ঘরের দিকেই গৌরী আসিতেছে।

দুয়ারের দিকে সরিয়া আসিয়া সহজ-কণ্ঠে কহিল, "তুমি এসেছ দিদি, একলাটী বসে বসে সত্যি হাঁপিযে উঠেছি যে ভাব্‌লাম আমাকে ভুলেই বা গেলে।"

কথাগুলি বলিতে গলাটা ধরিযা আসিতেছিল; তবু জোর করিয়া হাসিযা কহিল, "কিন্তু তোমাব মতলবও আমি কিছু বুঝ্‌তে পারলাম না দিদি! বাড়ী যাবার পথে তোমার এই বাসাবাড়ীটাও যে পড়্‌বে, তা' আমায় একবারটীও জান্‌তে দাওনি তো!"

বলিয়াই মুহূর্ত্তের জন্য গৌরীর মুখের উপর চোখ দুটা তুলিয়া ধরিল।

আজ এই মুহূর্ত্তে লক্ষ্মীর মনের কথাটী গৌরী ঠিকই বুঝিয়াছিল, তাই চোখের পাতা জলে ভিজিযা উঠিলেও লক্ষ্মীকে টানিয়া বুকের কাছে আনিয়া হাসিমুখে কহিল, "এই মেয়ে মানুষ জাতটাকে যে অনেক কিছু সহ্য করে চল্‌তে হয়, এ জাতের পাঁচ বছরের মেয়েটাও যে সে খবর রাখে, এটা তো পুরুষরা

একেবারেই বোঝে না, লক্ষ্মী! ওদের মান অভিমান গর্ব্ব সবি এ জাতের কাছে হার মেনে যাবেই, যদি এ জাতটা একটু সহ্য করে, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চল্‌তে পারে! তোর ভুলচুক কিছু হয়েছে এ আমি কোনো দিনই মনে করিনি, আমার যত ভয় ঐ শিশিরকেই নিয়ে!" বলিয়াই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিমুখে কহিল, "আর ওকে নিয়ে এই এতটুকু কাল থেকে আমিই কি কম ভুগেছি রে! আজ তো ও দিগ্বিজয়ী হয়েছে, লক্ষ্মী, কিন্তু ওর দুরন্তপণা কি এতটুকুও কমেচে,—কমেনি তো! কিন্তু আমি এও জানি, ওর মত ভালও আর কেউ নয়!"—

দুই চোখের পাতা জলে ভিজিয়া উঠিয়াছে; অধর-প্রান্তে মৃদু হাসির রেখা লাগিয়া রহিয়াছে; এ যে কত বড় গভীর স্নেহের পরিচয়, লক্ষ্মী তাহা মনে মনে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তোমার পায়ের কাছে এসে দাঁড়াবার আগেই যখন আমার সহস্র অপরাধের বিচার তুমি শেষ করে রেখে দিয়েছ, দিদি, তখন আমার বল্‌বার আর কিছুই তো রাখনি! সেদিন মুখ ফিরিয়েই বাপের বাড়ীর ঘরের দোরের কাছটিতে যখন তোমাকে দেখ্‌লাম, তখনই মনে হ'ল, আমার মুক্তির খবর তুমি জানিয়ে দিলে! কিন্তু একটা কথা আজও আমি ঠিক্

বুঝ্‌তে পারিনি দিদি, যে তুমি কেমন করে আমার সব অপরাধ ভুলে গেলে এবং ক্ষমা কর্‌লে!"

গলার স্বর ধরিয়া আসিতেছিল; বাঁ-হাতের মুঠির মধ্যে ডান হাতের আঙ্গুলগুলি চাপিয়া রাখিয়া সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিল, "বাপের ঐ অতবড় বাড়ীটার মাঝে শুধু একজন ছিল যে আমাকে শক্ত কথা বল্‌বার সাহস রাখ্‌ত! সে আমার বৌদি'! তাকে আমি ভয়ও কর্‌তাম, কিন্তু মনটা মাঝে মাঝে তার উপর অপ্রসন্ন হ'যে উঠ্‌ত! সে কিন্তু তোমাকে ঠিকই চিনেছিল! চলে আস্‌বার দিন সে যখন তোমার হাতে আমাকে ধরে দিয়ে কেঁদে তোমাব বুকেই মুখ লুকাল, তখন আমি তাকেও ঠিক্ চিন্‌লাম এবং তোমাকেও জান্‌লাম! শুধু তারই একটা কথায় আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পথটি খুঁজে পেযেচি এবং আমি যে তোমাদের কতখানি ব্যথা দিয়েছি, তাও জেনেছি।"

লক্ষ্মীর দুই চোখ জলে ভবিযা গেল। কোনও কথা না বলিযা গৌরী তাহাকে বুকের কাছে টানিযা আনিযা পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

লক্ষ্মী কহিল, "না চাইতে তোমার ক্ষমা তো পেযেছিই, দিদি, কিন্তু যা' না চাইতেই পাওযা যায, তা চাইবার স্পৃহা নাকি

মানুষের আরো বেশী করে হয়; তাই আজ তোমার ক্ষমা আমাকে চেয়ে নিতেই হবে!" বলিয়াই লক্ষ্মী নীচু হইয়া দুই হাতে গৌরীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

লক্ষ্মীকে টানিয়া তুলিয়া গৌরী কহিল, "পাগ্‌লামিতে তুই যে আমার শিশিরের চেয়ে একটুও কম যাস্‌নে, তা' আমি ঠিক্ বুঝেছি! ও আমার দেবর হলেও, ও যে ছোট ভাইয়ের মত একেবারেই নয়; ও যে চিরদিন কোলের ছেলের মতই দুরন্ত রয়ে গেল! ওর সব অত্যাচার আব্‌দার যে সহ্য করে নিতে পারবে, সেই, ও যে কত ভাল, তা' বুঝ্‌তে পারবে! আজ তোকে আমি এই আশীর্ব্বাদই কর্‌চি, যে, ওকে চিন্‌তে যেন তুই কোনো দিনই ভুল করিস্‌নে, লক্ষ্মী!"

গৌরীর বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া লক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল; তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, এই পরম স্নেহশালিনী নারীর দুই পায়ের উপর মুখটা গুঁজিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া লয়।

শচীনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া, শিশির যখন তাহার ঘরের মধ্যে টেবিলটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাত প্রায় বারোটা। টেবিলটার উপরকার পরীক্ষার খাতাগুলি আজ আর দেখিয়া উঠা সম্ভব নয় মনে করিয়া ডায়েরীটা টানিয়া লইল এবং সমস্ত দিনের ব্যাপারগুলি লিখিয়া রাখিতে

গিয়া হঠাৎ শিশিরের মনে হইল, ভুল ভ্রান্তি তাহার নিজেরও যথেষ্ট রহিয়াছে, তবু সে এই যে দিনের পর দিন বিচারকের আসনটিই দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছে,—এ কেন ?

যে তাহার মায়ের চেয়েও বেশী, সে গৌরীকেই সে আঘাত কিছু কম করিয়া করিয়াছে ?

আজকার এই ব্যাপারটাকে এতটা বিশ্রী সেই করিয়া তুলিয়াছে ! এই দুর্ব্বলতার পরিচয় কত দিক্ দিয়াই তো দিয়াছে, কিন্তু এ সবেরই তো একটা সীমা আছে,—শেষ আছে !

লেখা বন্ধ করিয়া দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া শিশির চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নিস্তব্ধ ঘরটার মধ্যে শুধু দেওয়ালের গায়ের ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, খোলা জানালার পথে বাতাস বহিয়া আসিয়া শিশিরের উত্তপ্ত কপোলে ললাটে মৃদুস্পর্শ দিয়া যাইতেছিল এবং টেবিল ল্যাম্পটার পাশে পাশে ফুঁ দিয়া আলোটাকে মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল।

সন্তর্পণে কখন দুয়ারটা খুলিয়া গিয়াছে। ঠিক্ টেবিলটার কাছটীতেই কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই

শিশির দেখিল, বাহুবেষ্টনীর মধ্যে লক্ষ্মীকে টানিয়া রাখিয়া স্মিতমুখী গৌরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

অপূর্ব্ব হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি! দৃষ্টিতে স্নেহ ও প্রীতি ক্ষরিত হইতেছে! নির্ম্মল ললাট আলোকলেখা-পাতে স্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে!

শিশির বুঝিল, এই নারীকে কোনও আঘাতই যেন বিঁধে না; তুচ্ছ মান অভিমান ইহার হাসিকে মলিন করিতে পারে না!

এ বাঙ্গালীর ঘরেরই চিরন্তন বধূটী, বিশ্বের অমূর্ত্ত মাতৃ-মূর্ত্তির প্রতিমার মতই গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে!

শিশির চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তোমার মুখে আমার মায়ের মুখের ছায়া এমন করে ফুটে উঠ্‌তে দেখি, বৌদি', যে, আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে যাই!—এ কেমন করে হয়, বৌদি'?

একটী সরল নগ্ন শিশু তাহার কৌতূহল মিটাইবার জন্যই যেন ছুটিয়া আসিয়া মায়ের কাছে প্রশ্ন করিতেছে!

স্বর্গগতা শাশুড়ির উদ্দেশে যুক্ত হইয়া দুই হাত ললাটে স্পর্শ করিয়া হাসিমুখে গৌরী কহিল, "তোকে আমার হাতে দিয়ে যাবার সময় তিনি যে আমায় ছুঁয়ে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে গিয়ে-

ছিলেন, শিশির! তাঁর স্পর্শ ব্যর্থ হতে পারে না ত! যদি তাঁকে তোর মনেই পড়ে, তা'তে বিস্ময়ের কিছুই নেই,—তুই যে তাঁরই দেওয়া আশীষ্, শিশির!"

দুই চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিতেছিল; একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরী কহিল, "সে কথা যা'ক্! লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া হয়ে গেছে, শিশির! ছোট ছেলের চেয়েও বেশী, পেটের মেয়েব চেয়েও বড় এই লক্ষ্মী,—এই লক্ষ্মীকে সর্ব্বপ্রকারে সুখে রাখ্‌বার ভার তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছি, শিশিব! এ আমাব অনুরোধ উপরোধ নয়, আদেশ বলেই জান্‌বে, বুঝ্‌লে ত!"—তারপর ঘরটার চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "ভয় পেও না, গোঁসাই, তোমার এই ছোট্ট বাসাটীতে ওকে বেখে যাচ্ছিনে, তা'তে আমিও স্বস্তি পাব না ত! আর ওকে ছেড়ে থাকা যে আমাব কর্ম্ম নয়, তা' আমি এই তিন দিনেই বেশ করে জেনেছি!"—বলিয়াই লক্ষ্মীর হাত টানিয়া লইয়া শিশিরের হাতের উপর তুলিয়া দিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শিশির চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "পাঁচ বছর বয়সের সময় মা চলে গেছ্‌লেন, লক্ষ্মী, আজ এতকাল পরে তাঁকে সাম্‌নেও

দেখ্‌লাম, তাঁর গলার আওয়াজও শুন্‌লাম! মাকে প্রণাম কর্‌ লক্ষ্মী, প্রণাম কর্‌!

গলায় আঁচলটা জড়াইয়া, মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যেখানে গৌরী দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক্‌ সেইখানটায লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া লক্ষ্মী যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখনও শিশির স্তম্ভিতের মতই দুয়ারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া চোখের জল নামিয়াছে!

দুয়ারের বাহিরে, বারান্দার অন্ধকারের মধ্যে গৌরী অশ্রুসিক্ত দুই চোখ অঞ্চলপ্রান্তে মার্জ্জনা করিতেছিল!

সম্পূর্ণ

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

অশ্রুময়—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	২৲
ভাগের পূজা—ষোলজন খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা	২৲
প্রশান্ত—শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৷৹
অবাক্—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া	১৷৹
অমলা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
স্বস্তচ্যুত—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ	১৷৹
অশ্রুময়—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	২৲
উদাসীর মাঠ—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৲
বিপর্য্যয়—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ	২৷৹
অমূলতরু—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
অনাহুত—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৷৹
বিয়ের খাতা—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৷৹
বিরহ-মিলন কথা—শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৷৹
দিবাস্বপ্ন—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	১৲
ময়ূরাক্ষী—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	১৷৹
মুক্তি—শ্রীআশালতা সিংহ	১৷৹
অফুরন্ত—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা